পথের পাথেয়

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

শ্রীমতি নীহার দাস

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
১০ই আষাঢ়, ১৪১৪
ইং ২৫শে জুন, ২০০৭

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in,
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

পূর্বাভাষ

আমরা অনন্ত যুগের জানার পথের পথিক। যুগযুগান্ত ধরে জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আবর্ত্তনে বিবর্তনে পরিবর্তনের ধারায় ধারায় সৃষ্টির ধারাপাতা ধরে ধরে রূপের পর রূপে পরিবর্তিত হতে হতে আমরা এগিয়ে চলেছি অনন্ত পথের পাথেয়'র সন্ধানে। এই চলার পথে চলতে গিয়ে অনেক বাধা বিঘ্ন, নানা সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে জীবকে পড়তেই হয়। সমাজ ও সংসারের কাছে নতি স্বীকার করে আমরা অনেক সময় পাপ কার্যে জড়িয়ে পড়ি। অন্তরে ও বাহিরে অনেক পাপ কার্যে লিপ্ত হই। কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তা বিচার করি না। যদিও বিবেক কিছু করার আগে আমাদের সচেতন করে দেয় ঠিকই, কিন্তু সংসারের চাপে, সমাজের চাপে, লোভ, যশ, মোহ, নেতৃত্বের চাপে আমাদের বিবেকও চাপা পড়ে যায়। কিন্তু বিবেককে চাপা দিয়ে কোন কিছু করা তো ঠিক নয়। তাই বিবেককে রক্ষা করে পথ চলার জন্যই চাই পাথেয়।

জন্ম-মৃত্যুর চক্র অতিক্রম করে পাথেয় বিনা কি করে সেই অনন্ত সুরে পৌঁছানো সম্ভব, যেখানে জন্ম-মৃত্যু ইচ্ছাধীন? তাই চলার পথে সঠিক পথের সন্ধান, পাথেয়'র সন্ধান দেওয়ার জন্যই গুরু।

যে জ্যোতি, যে আলো, যে চিন্তাধারা হতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সুর নিয়ে যিনি জন্ম থেকে আসেন, বিশ্বের সেই আদি শক্তি, সেই আদিতম বীজশক্তির পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে যিনি আসেন, অর্থাৎ জন্ম থেকেই যিনি মহান হয়ে আসেন, এই বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে সবার গতি এক করে যিনি মিশিয়ে দিতে পারেন, জীবের পরবর্ত্তী ব্যবস্থার গুরুভার যিনি বহন করতে পারেন, যিনি গতিদাতা হয়ে জন্মের সাথে সাথে গতির পথ দেখাতে শুরু করেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। তিনিই একমাত্র দিতে পারেন সেই পাথেয়'র সন্ধান। রোগ, শোক, দুঃখ-ব্যথা, জ্বালা, যন্ত্রণা— প্রকৃতির এইসব প্রহরীরাই জীবনে পাথেয় সঞ্চয়ের সাহায্যকারী। এগুলির মাধ্যমেই জন্মসিদ্ধ মহান জন্ম জন্মান্তরের অপরাধগুলি পরিষ্কার করে দিয়ে জীবকে অনন্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেন।

এই অনন্ত চলার পথের পাথেয় জীব যাতে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করতে পারে, তারজন্যই জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ সমস্ত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপবাদকে বাহন করে কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনো বা বিভিন্ন মীটিং ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তা শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী করা হয়েছে। এই বেদতত্ত্ব শ্রুতিলিখন, পাণ্ডুলিপি ও ক্যাসেটবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে মুদ্রণ আকারে লিপিবদ্ধ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত ছোট-ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন। এরই জন্য একটি সংকলন (প্রকাশন) বিভাগ গঠন করে শ্রীশ্রী ঠাকুর নাম দিয়েছেন **অভিনব দর্শন**।

'অভিনব দর্শন' প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে পঞ্চদশ শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হ'ল, **পথের পাথেয়**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী । এছাড়া যে সকল ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন ও করছেন, তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ উপনয়ন দিবস উপলক্ষ্যে
১০ই আষাঢ়, ১৪১৪ — *চপল মিত্র*
ইং ২৫শে জুন, ২০০৭ — *(প্রকাশক, সংকলক ও সংগ্রাহক)*

হে পথিক, চলার পথের যাত্রিক তোমরা পথ ভুল করো না

সুখচরধাম
২২শে মার্চ, ১৯৯২

আমরা সবাই পথিক, আমরা যাত্রিক। শিশু বয়স থেকে বেদের সুর, বেদের ধারা কিভাবে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করছি। সেই আদিবেদের সুরে সবাই যদি এগিয়ে যায়, সবাই যদি বুঝতে পারে, তবে সমাজের বুকে এরকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় না। বেদ বলেছেন, বেদের সুরে থাকো, তবে সব অবগত হতে পারবে। বেদ বলেছেন, বেদের ধারাপাতা দেখ। বেদের ধারাপাতা পাঠ কর। তবে বেদের ধারা জানতে পারবে। বেদ বলেছেন, বেদ প্রচার কর। আর এমন কিছু নেই, যাতে এই জগতে আকর্ষণ থাকতে পারে। এখানকার যত আকর্ষণ সংসার, সমাজ, ছেলেপিলে সবকিছু ক্ষণিকের আকর্ষণ।

এখানে এই পৃথিবীর বুকে যা কিছু করছো প্রয়োজনবোধে। কিন্তু সমাজের বুকে, সমাজের চলার পথে এমন কিছু তোমার নেই, এমন কিছু তুমি গ্রহণ করতে পারছো না বা যা গ্রহণ করছো, তা তোমার থাকবে না। যা কিছু তুমি গ্রহণ করতে চাও, যা তুমি আকাঙ্খা করছো, একটা আকাঙ্খাও তোমার এখানে পরিপূর্ণ হবে না। জায়গা চাও, জমি চাও, প্রাসাদ চাও, সমাজে স্থান চাও, প্রতিষ্ঠা চাও, যা চাও; সুখে থাকার আশায় যত বাসনা তুমি এখানে চেয়ে যাচ্ছ, একটা বাসনাও এখানে পরিপূর্ণ হয় না এবং এইগুলো তোমার সাথেও যায় না, মনে রেখো।

যা কিছু তুমি গ্রহণ করতে চাও, যা তুমি আকাঙ্খা করছো, একটা আকাঙ্খাও তোমার এখানে পরিপূর্ণ হবে না। জায়গা চাও, জমি চাও, প্রাসাদ চাও, সমাজে স্থান চাও, প্রতিষ্ঠা চাও, যা চাও; সুখে থাকার আশায় যত বাসনা তুমি এখানে চেয়ে যাচ্ছ, একটা বাসনাও এখানে পরিপূর্ণ হয় না এবং এইগুলো তোমার সাথেও যায় না, মনে রেখো।

যে দেহ, প্রাণ তোমার ব'লে জানছো, এই দেহটিও থাকবে না। এই দেহটির উপর তোমার কর্তৃত্ব থাকবে না, অধিকার থাকবে না। এটা যখন বুঝতে পারছো যে, এই পৃথিবীর কোন বস্তুই আমার থাকবে না, আমার দিকে চলবে না, তখন এই বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কি প্রয়োজন? এখানকার কোন কিছুকেই আপন করে নেওয়া যখন যায় না, তখন সেই বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের কতটা দাবী আছে? এখানে যা চাইতেছ, যা নিয়ে এত ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, হানাহানি, তর্কবিতর্ক করতাছ, যশের জন্য ভোগের জন্য যা চাও তুমি এখানে, পরিপূর্ণভাবে কিছুই পাবে না। যশ আর লোভে মানুষকে করছে বিভ্রান্ত। 'আমি প্রতিষ্ঠা চাই', 'নাম কিনতে চাই', 'আমি যশমুখী হয়ে চলতে চাই।' চাওয়ার আর অন্ত নাই। যত যশ তোমার আসুক, সবটাই সাময়িক। কিছু সাথে যায় না। কিছুই সাথে যায় না। কিছু নিয়ে যেতে পারবে না। প্রকৃতির এই মহান দৃষ্টান্ত তোমাদের জীবনে কাজে লাগাও। এর জন্যই মৃত্যুর দৃষ্টান্ত। প্রকৃতি আঙ্গুলি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে এই দৃষ্টান্ত।

মৃত্যু যখন অনিবার্য; মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারছে না। মৃত্যু পথের যাত্রিক আমরা। **সেখানে সাময়িক লোভ প্রলোভনে যশে মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার এত ব্যস্ততার কোন সার্থকতা নেই। যতটুকু না হলে নয় ততটুকু আমরা গ্রহণ করবো। তার বেশী করতে গেলে অনেক অশান্তি ভোগ করতে হবে। অনেক অপরাধ, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পাপের পথে নিজেকে নিয়ে যেতে হবে। জেনেশুনে পাপ কুড়াতে যেওনা।** মানুষ যদি কিছু ভালো কাজ করতো, তাহলে তারিফ করা যেতো। লোভের বশবর্ত্তী হয়ে কোন কাজ করলে তখন মনে হবে আরও বেশী করে করি। তাতে অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়, অনেক ছল চাতুরী করতে হয় এখানের (পৃথিবীর) এই সাময়িক কিছুদিনের জন্য। ৬০/৭০/৮০ বছরেই এখানের খেলা প্রায় শেষ। এই সাময়িকের জন্য তোমরা নিজেরা পাপ কুড়াতে যাবে না। অপরাধ করতে যত ভালো লাগে, নিন্দা করতে যত ভালো লাগে, অপপ্রচার করতে যত ভালো লাগে, এই ভালো লাগা সত্যিকারের ভালো লাগা নয়। এর

কারও উপকার করতে পারলে করো, নাহলে অপকার করতে যেও না। প্রকৃতির দরবারে এরফলে চরম শাস্তি রয়েছে আমাদের জন্য।

চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। তাই বাল্যকাল থেকে, ছোটবেলা থেকে এই শিক্ষা সবাইকে দিয়ে এসেছি। কারও উপকার করতে পারলে করো, নাহলে অপকার করতে যেও না। প্রকৃতির দরবারে এরফলে চরম শাস্তি রয়েছে আমাদের জন্য।

সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখ। কারও চেহারা কারোর সাথে এক নয়। কারও গলার স্বর এক নয় এবং এই দেহের যন্ত্রপাতিগুলো, এই রক্তমাংসে গড়া দেহের ভিতরের যন্ত্রপাতিগুলো কত সুন্দরভাবে সাজানো; কি সুন্দর, কি নিপুণভাবে সাজানো (setting করা)। কত বিজ্ঞানে ভরা, যুক্তিতে ভরা, গণিতে ভরা এই সামান্য জিনিস। সামান্য হলেও এ যে অসামান্য। এতে কি মনে হয় না, এর পিছনে এমন এক বিরাট শক্তি আছে, যেই শক্তির ইচ্ছা শক্তিতেই (will force) এই বিরাট সৃষ্টির সূচনা? সেই বিরাট ইচ্ছাশক্তিটা কার? সে কোথায়? আজও কেউ খুঁজে পায়নি। কিন্তু আমাদের চলার পথের প্রতি মুহূর্ত্তে এই সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সৃষ্ট বস্তু সমূহের মাধ্যমে এক বিরাট ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। সূর্য উঠবার আগে ও অস্ত যাবার আগে ইঙ্গিত দেয়। সূর্যোদয়ের আগের ইঙ্গিত রক্ত আভা। সমস্ত আকাশে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে। তাতে বুঝিয়ে দেয় সূর্য উঠছে।

তোমাদের জীবনে ইঙ্গিতটা কোথায়? কি করে বুঝতে পারবে, ভগবান আছেন, ঈশ্বর আছেন, আল্লা আছেন? কি করে বুঝবে? কোন কিছুতেই বুঝা যায় না, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবু তবু বুঝিয়ে দিচ্ছে সৃষ্টি তত্ত্বের মাধ্যমে। সৃষ্টির মাধ্যমে এই ইঙ্গিত বহন করছে, **হে দেশবাসী, হে বিশ্ববাসী, তোমরা যে বিষয়বস্তু থেকে সৃষ্ট হয়েছ, একবারও কি চিন্তা করেছ, কে এই সৃষ্টির মূলে? যিনি এই সৃষ্টির মূলে তিনি কিন্তু অবুঝ নন, অজ্ঞ নন। তাঁকে শুধু বিচক্ষণ বললে চলবে না। তিনি অতি বিচক্ষণ, অতি সূক্ষ্ম কারিগর যাঁর মাধ্যমে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিতে বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন চেহারা, বিভিন্ন রকমে রকমারী। এই বিচক্ষণ কারিগরটা কে?** তিনি কিন্তু নিজে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই মহাকাশের শূন্যে নিজে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তিনি কোথায়, 'এই দেখ, আমি এখানে।' এই সৃষ্টির সর্বত্র বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু আবার খুঁজতে গেলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কি অদ্ভুত ব্যাপার।

আমরা কোথায় আছি? সুতরাং আমরা সেইভাবে খুঁজবো। কে করলো, এই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র? এই বিচিত্র সৃষ্টি কি আপনা আপনি আসতে পারে? এত সাজানো। একটা লোমকূপের ও প্রয়োজন আছে দেহে।

প্রয়োজন বুঝে যেখানে যেটুকুনু থাকা দরকার, দেহে রয়েছে; বাহিরে রয়েছে, মাটির বুকে রয়েছে, অদ্ভুত। তাতে এই ইঙ্গিত বহন করছে, **হে পথিক, চলার পথের যাত্রিক, তোমরা পথ ভুল করো না। অনেক ভুল আসছে, অনেক লোভ আসছে। অনেক কামনা বাসনায় তোমাদের বিব্রত করছে। হঠাৎ তার মধ্যে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ো না।** তোমার ভিতরে চৈতন্য রয়েছে, বিবেক রয়েছে প্রকৃতির দান হিসাবে। তোমাদের সেই পথে চালাবার জন্য বিবেকের সুর রয়েছে তোমাদের ভিতর। সেই বিবেক কিন্তু তোমাদের সবসময় চালিত করছে। ফাঁকি তো অন্যের কাছে দেওয়া যায়। নিজের কাছে দেওয়া যায় কি? অন্যের কাছে সাধু সাজা যায়। অন্যের কাছে অনেক কিছু সাজা যায়, তাতো তোমরা চারিদিকে দেখতেই পাচ্ছ। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখ, ছল চাতুরী, মিথ্যা ছাড়া প্রায় কিছুই দেখা যায় না। সত্যের পথে সত্যের পূজারী কতজন আছে, খুঁজে বের করতে পারবে কি না সন্দেহ।

চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখ, ছল চাতুরী, মিথ্যা ছাড়া প্রায় কিছুই দেখা যায় না। সত্যের পথে সত্যের পূজারী কতজন আছে, খুঁজে বের করতে পারবে কি না সন্দেহ।

সবচেয়ে সস্তা কাজ কি জান? নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া আর অপপ্রচার করা, এইগুলি হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা কাজ। বেশীরভাগ ব্যক্তি সেই কাজেই মনোনিবেশ করছে; সেইভাবেই চলছে। মিথ্যা প্রবঞ্চনা দিয়ে সাময়িক প্রভাব বিস্তার করা যায়, সাময়িক মনে হয় লাভজনক হলো, কিন্তু পরিণামে সুফল ফলে না। এই বিশ্বের দরবারে এই প্রকৃতির দরবারে মৃত্যু যাদের আছে, জানি না যারা অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে, অপপ্রচার করছে, তারা যদি ভেবে থাকে, 'আমরা অমর, মৃত্যু আমাদের নেই, তাই যা খুশী করে যাব, সেটাকেই সত্য বলে মনে করবো,' তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা জানে মৃত্যু আছে, মরতে হবেই, তাদের এভাবে চললে চলবে না। তোমরা এটা জান। মৃত্যু আছে, জানো তো? সবাই জান। মৃত্যু আছে জান এবং কতবছর

বাঁচতে পারে মানুষ, তাও জান। সাধারণতঃ ৮০/৯০/১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। ১০০-র সীমানা ধরে রাখ। এর আগেই বেশীরভাগ চলে যায়। অনেকে ১১০/১১৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে, সেটা আলাদা কথা। সেটা তাদের শারীরিক শক্তির গুণ বা বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।

তাহলে কেন পৃথিবীর এসেছ, সে তুমি জানো না। কোথায় যাবে, জানো না। কোথায় ছিলে জানো না। শুধু 'আছ' এইটুকুনু জানো। গড়ের মাঠ দেখেছ সবাই; কত বড় মাঠ। কেউ যদি বলে, 'এই মাঠটা তোমাকে দিলাম।' মুখে মুখে দিল। সেইজন্য সেখানে বড় দালান, ঘর, বাড়ী করতে পারবে? পারবে না তো। একান্ত প্রয়োজন হলে কিছুদিনের জন্য খড় বা টালি দিয়া একটু ছাউনি দিতে পার। আর তোমাদের যখন জানিয়ে দিল, ১০০ বছরের বেশী তোমাদের আয়ু থাকবে না। আর এই পৃথিবীর বিয়ষবস্তু তোমরা ভোগ করতে পারবে কিন্তু যোগ করতে পারবে না, নিতে পারবে না। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত তোমাদের নেওয়া চলবে না। এমনকি তোমাদের দেহটি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে না। দেহটি তোমাদের হাওলাত দিচ্ছে। হাওলাত বোঝ তো? এই যে যার যার দেহটি নিয়ে বসে আছ, কাজ চালিয়ে যাচ্ছ, এই দেহটা তোমাদের কাছে ভাড়া দেওয়া। কখন বহন ক্ষমতা ফেলে দিয়ে দেহটা নিয়ে চলে যাবে, ঠিক নেই। তাহলে দেহটি যদি তোমাদের না থাকে, বিষয়বস্তু কি করে তোমাদের হতে পারে? এই পৃথিবীর বিষয়বস্তু কিছুই তোমাদের না। তোমাদের যখন পাঠানো হল, প্রকৃতি যখন এই পৃথিবীতে পাঠালো, বিবেকটা দিয়ে দিল। বিবেক হচ্ছে জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধি, ন্যায় অন্যায় বোধ। তোমাদের ভিতরে বিবেক প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝিয়ে দিচ্ছে কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়। একটা বাচ্চা শিশুও সেটা বোঝে। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়, কোন্‌টা অপরাধ, কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, কিছুতো বুঝতে পারছো সবাই। তাহলে সৃষ্টি থেকে এই বুঝটা তোমাদের দিয়ে দিয়েছে। কোন্‌টা, বুঝ, কোন্‌টা অবুঝ, কোন্‌টা ত্রুটি, ভালই বুঝতে পারছো। **একটা লোক অন্যায় করে, সে বোঝে। তবুও সে বিবেককে ধাক্কা দিয়ে**

এই পৃথিবীর বিয়ষবস্তু তোমরা ভোগ করতে পারবে কিন্তু যোগ করতে পারবে না, নিতে পারবে না। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত তোমাদের নেওয়া চলবে না। এমনকি তোমাদের দেহটি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে না। দেহটি তোমাদের হাওলাত দিচ্ছে।

ফেলে অন্যায়টা করে আসছে। তার কৈফিয়ৎটা কে দেবে? অন্যের কাছে তুমি ভাল হয়ে গেলে। খুব ভালো, তোমার মতন হয় না। কিন্তু তুমি তো বুঝতে পারলে। তোমার মনে তো সাড়া দিল, কেন এই কাজটা করতে গেলাম? তোমার কাছে তুমি ফাঁকি দিতে পারলে? অন্যের কাছে ফাঁকি দেওয়া সহজ। কিন্তু নিজের ফাঁকির ফাঁকে নিজেই পড়ে গেলে।

বেদের কথা, বেদের সুর, আদিবেদের কথা যে, তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, ভাল-মন্দ জ্ঞান তো প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আছে। ভাল-মন্দ সবাই বোঝে। বাজারে গেলে কোন কিছু না দেখে তো কেনো না। আবার বিবাহের সম্বন্ধ করতে গেলে ভাল-মন্দ দেখো। জীবনের পথে সব কিছু তোমরা ভাল-মন্দ দেখেই চলছো। এতটা বুদ্ধি যখন তোমাদের আছে, তবে যেখান থেকে তোমরা এসেছ সবাই, আমরা যেখান থেকে এসেছি, তার বুদ্ধি আরও অনেক বেশী, এটা তো বুঝতে পারছো। এই জল এখানে দেখতে পাচ্ছ, তার চেয়ে আরও অনেক জল বেশী সেখানে। যত নদী, পুকুর, খাল, বিল যেখানে যত আছে, এই জল সব ভরছে। জলগুলি যেখান থেকে আসছে, সেটা আরও বৃহৎ। **তোমাদের জ্ঞান যতটুকু রয়েছে, প্রকৃতির মাঝে একটা জ্ঞানের ভাণ্ডার অবশ্যই আছে। জ্ঞানের সাগর রয়েছে, বুদ্ধির সাগর রয়েছে, বিবেচনার সাগর রয়েছে, চৈতন্যের সাগর রয়েছে। তার থেকেই সবার চৈতন্য, সবার বিবেক, সবার বিচার বুদ্ধি। তবে এই সামান্য কয়েক বৎসরের জন্য, এই ৮০/৯০/১০০ বৎসরের জন্য ছল-চাতুরী, মিথ্যা, প্রবঞ্চনায় জড়িত হয়ে অপরাধের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি?** প্রত্যেকের বয়স চলে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। ৫/৭ বছরের কথা অনেকেরই মনে আছে কিছু না কিছু। আজ যারা ৪০/৫০ অথবা ৬০ বছরে পরিণত হল, পুরনো কথা মনে আছে না তাদের? পুরনো কথা চিন্তা করলে বলতে পারে না? তাহলে চিন্তা করে দেখ, ৮ বছরের তুমি আর ৬০ বছরের তুমি কি একরকম? তবে ৬০ বছর বয়সে থেকে ৮ বছরের কথা বলতে পারছো। স্বপ্ন দেখলে ঘুম ভাঙার পর বলা যায় না?

প্রকৃতির মাঝে একটা জ্ঞানের ভাণ্ডার অবশ্যই আছে। জ্ঞানের সাগর রয়েছে, বুদ্ধির সাগর রয়েছে, বিবেচনার সাগর রয়েছে, চৈতন্যের সাগর রয়েছে। তার থেকেই সবার চৈতন্য, সবার বিবেক, সবার বিচার বুদ্ধি।

ঘুমিয়ে ছিলে তুমি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখলে ঐ দেশের বাড়ীতে গিয়েছ, আবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করেছ। আবার বাবার সাথে চলছো। অথচ বাবা নেই। তবু বাবা ওখানে গেছে। তখন তো বাবা মারা গেছে। ওই ৮ বছর, ১০ বছর বয়সের যে তুমি, ৬০ বৎসর বয়সে দেখতেছ, বাবার সাথে বাজারে যাইতাছ। তখন কি তুমি ভাবতে পারছো, বাবা নেই। তখন বাবা আসছে। তখন তো বাবা আছে। আবার এই জীবনটা ঠিক যেন একটা স্বপ্ন। সেই আগের কথাটা এখানে এসে ভুলে রয়েছ। আর একটা জীবনে কোথায় ছিলে, সেটা তো বলতে পারছো না। যেমন এক ঘর থেকে খাওয়া দাওয়া করে আরেক ঘরে বিশ্রাম করতে গেছ। এই ঘর থেকে যদি ওই ঘরে যাও, তবে এই ঘরের কথা ওই ঘরে গিয়ে বলতে পার না? এই ঘরে কি কাজ করে গেলে ঐ ঘরে গিয়ে বলতে তো পারবে? তোমরা যেই ঘরে ছিলে একদিন, ছিলে তো ঠিকই, তা না হলে এলে কোত্থেকে? বুঝতে পেরেছ তোমরা? পেটে তো আছিলে। তুমি কি পেটের কথা বলতে পারবে যে কিভাবে আছিলে? তাহলে যেটা যে রকম, তার আগেরটাও বলতে পারবে না। কিন্তু পেটে যে ছিলে, আজ না হয় পেটের বাচ্চা দেখে বুঝতে পারছো, আমিও এইরকমভাবে পেটে ছিলাম (পেটে কিভাবে থাকে, তার ভঙ্গি দেখিয়ে)। এটা সবাই বুঝতে পারছো। তার আগেরটা বুঝতে পারছো না।

এই জীবনটা ঠিক যেন একটা স্বপ্ন। সেই আগের কথাটা এখানে এসে ভুলে রয়েছ। আর একটা জীবনে কোথায় ছিলে, সেটা তো বলতে পারছো না।

পেটের কথাই বলতে পারছো না। তার আগেরটা বলবে কি করে? পেটে কেমনে খেয়েছি, কেমনে শ্বাস ফেলেছি, কেমনে কি অবস্থায় ছিলাম, মা কেমনে দৌড়াদৌড়ি করেছে, কিছুইতো জানি না। বুঝতে পেরেছ? এই যে শ্বাসটা ফেললাম, মায়ের শ্বাসের সাথে কেমনে যোগাযোগ ছিল, কিছুই তো জানি না। কোথায় পায়খানা করেছি, কোথায় কি করেছি, কিচ্ছু জানি না। মা তোমাদের নিয়ে ঘুরেছে। মা তো জানে, তার পেটে বাচ্চা আছে। মা তো বুঝতে পারলো,

'ছিলাম' টা যখন আছে, 'গেলাম' টা তখন থাকবে। আমরা সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে ছিলাম। গেলামটাও সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে গেলাম। কিন্তু 'গেলাম' টা কোথায়? সেটা খুঁজে পাবে না। এর মাঝখানে যে সময়টা এই কয়েক বছর, তার ভিতরে কি কাজ করেছ, ন্যায় অন্যায় ত্রুটি বিচ্যুতি করেছ, এটা অন্যে না জানুক, তুমি ব্যক্তিটা জানো। যে কাজ করেছে, সে জানে।

আমিও আমার মায়ের পেটে ছিলাম। তার পেটে যখন ছিলাম, আরেক জায়গা থেকে পেটে এসেছি। এতো সত্যি কথা। তা না হলে এই পেটে কোত্থেকে এলাম? তবে যেখান থেকে এলাম, সেটা বলতে পারা যাচ্ছে না। 'এলাম' এটা বুঝা যাইতেছে। আবার ছিলাম যখন 'এইভাবে এলাম, এইভাবে এলাম,' করেই তো চলছে। তারপরে তার থেকে কোথায় এলাম? তার থেকে কোথায় এলাম? আরে বাপরে বাপ, সাংঘাতিক ব্যাপার। মহাশূন্যে কোন্ জায়গা থেকে যে আমরা এলাম, সেটা কিন্তু ধরতে পারছো না। এটাই বুঝতে পারছো না, ওটা ধরবে কোত্থেকে? পেটের থেকে এসেই বুঝতে পারছো না। সুতরাং 'ছিলাম' এটা বুঝা যাচ্ছে তো। ছিলাম যখন, এলাম যখন, গেলামটা কোথায়? বুঝলা? কোথায় গেলাম, সেটা কিন্তু আর বুঝতে পারলে না। হয়ে গেল। 'ছিলাম' টা যখন আছে, 'গেলাম' টা তখন থাকবে। আমরা সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে ছিলাম। গেলামটাও সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে গেলাম। কিন্তু 'গেলাম' টা কোথায়? সেটা খুঁজে পাবে না। এর মাঝখানে যে সময়টা এই কয়েক বছর, তার ভিতরে কে কি কাজ করেছ, ন্যায় অন্যায় ত্রুটি বিচ্যুতি করেছ, এটা অন্যে না জানুক, তুমি ব্যক্তিটা জানো। যে কাজ করেছে, সে জানে। সে তা বুঝতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্মরণ শক্তি আছে। অন্যে বুঝতে পারবে না, অন্যের কাছে গোপন। কিন্তু **এই যে ন্যায় অন্যায় তুমি করেছ, এটা যদি অন্যায় বলে না বুঝতে, না জানতে তাহলে এতটা দুর্ভোগ হতো না। যেটা করেছ, জেনেছ, বুঝেছ; জেনে বুঝেই করেছ। ত্রুটি, মিথ্যা কথা, ছল চাতুরী, প্রবঞ্চনা, ভুল করা ইত্যাদি সবই আমরা জেনেশুনেই করছি। এগুলির হিসাব কে দেবে বলতো?** প্রকৃতি কি তোমাকে এইগুলি করতে পাঠিয়েছে? তোমার সাথে পাহারা দিয়ে কিন্তু পাঠিয়েছে। ভিতরে কিন্তু পাহারা রয়েছে। তুমি অন্যায় করছো। বিবেক কিন্তু তোমাকে প্রতিমুহূর্তে সজাগ করে দিচ্ছে। তুমি যদি আমাকে গালি দাও, তুমি তো বুঝতে পারছো। তুমি যে বুঝতে পেরেছ, এটাই যথেষ্ট। সুতরাং পাপ কুড়াতে আরম্ভ করলা কিন্তু।

তুমি যখনই গালি দিলা আমারে, যখনই রাগ করবে আমার উপরে, না জেনেশুনে ভুল বুঝে রাগ করলে, গালি দিলে। কিন্তু সেটা আমাকে কিছু জানালে না। আমি তোমার কাছে কোন দোষ করতে যাই নি। তুমি

আমাকে জিজ্ঞাসাও করলে না, গালি দিয়ে ফেললে। একটা ক্ষতি করে দিলে। কিন্তু এই **ক্ষতির হিসাবগুলি কে নেবে? একটা জীবনের ক্ষতির হিসাব তোমাকে দিতে হবে। এই যে ক্ষতি করলে অন্যের, এতে কার ক্ষতি করে যাচ্ছ? নিজেরই ক্ষতি। এই হিসাব তো রয়ে যাচ্ছে। এত হিসাব যখন প্রকৃতিতে রয়েছে, প্রকৃতির ধারাপাতায় রয়েছে, তোমার হিসাব কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে।**

দেহের সম্মুখে রয়েছে আরেক দৃষ্টান্ত। কোন্ রক্ত কোথায় যাচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে কেউ বলতে পারছে না। দেখলা ডাল, ভাত, তরকারী। আর মল ত্যাগ করলা আরেক চেহারা। একটা চেহারা আছে, খাবার পর বস্তু হল লাল। রক্ত লাল হয়ে গেল। হ'ল ফুসফুস, গলব্লাডার, হার্ট, স্টমাক, যত যত যন্ত্রপাতি দেহে আবশ্যক, মাতৃগর্ভে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে নিল। এই যন্ত্রপাতিগুলি দেহে কিরকম ঘড়ির কাঁটার মত যার যার কাজ করে যাচ্ছে। এই যে টিক টিক করে বাজছে; এখানে টিক টিক করে বাজছে, আপন তালে চলছে। শ্বাস টানছে, ফেলছে, রক্ত শোধন করছে, দেহের ক্লেদগুলি ঝরছে। ঘাম হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কতরকম করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

এত বিশাল যাঁর সৃষ্টি, এত হিসাব করে যাঁর সৃষ্টি, কত কিছু দিয়ে তিনি (প্রকৃতি) আমাদের পাঠালেন, আর আমরা সেগুলি অপচয় করে চলেছি। বাবায় দিলেন ব্যবসা করার জন্য টাকা। সেই টাকা লইয়া তুমি মদ খাইয়া আজে বাজে কাম কইরা নষ্ট করলা। সেটা কি বাবার দোষ?

এত বিশাল যাঁর সৃষ্টি, এত হিসাব করে যাঁর সৃষ্টি, কত কিছু দিয়ে তিনি (প্রকৃতি) আমাদের পাঠালেন, আর আমরা সেগুলি অপচয় করে চলেছি।

প্রকৃতি হচ্ছেন আমাদের guardian. আর সূর্য হচ্ছে আমাদের পরমপিতা, পরমবস্তু। এই সূর্য তোমাদের সব কিছু supply দিচ্ছে, সব কিছু। আর আমরা এখানে বসে বসে এই অমূল্য সম্পদকে নিরর্থকভাবে অপচয় করে যাচ্ছি। আজে বাজে কাম (কাজ) করছি। এরচেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? **তোমার জীবনটাকে তুমি চিন্তা করে দেখ। যখন শুতে যাবে, প্রতিদিন চিন্তা করে দেখবে, আজকের ২৪ ঘন্টায় সারাদিনে কি ভাল কাজটা করেছি। একবার চিন্তা করে দেখো তো। কি ভাল কাজটা করেছ,**

চিন্তা করে দেখ। বেশীরভাগই ছল চাতুরি করছে। আজকের সমাজে তথাকথিত অনেক গুরু আছেন, মহান আছেন যাঁরা তাঁদের উপর নির্ভরশীল নিরীহ মানুষদের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অর্থোপার্জন করছেন। আমি যদি তোমাদের শোষণ করতে শুরু করি, ফাঁকি দিয়া যদি শনি রাহুর কথা বলি, ফাঁকি দিয়া যদি যাগযজ্ঞ করার বুদ্ধি তোমাদের দেই, তাহলে আমি হয়তো উপার্জন করে নিলাম, তোমারে তো ঠকাইলাম। কারণ ইহাতে সম্পূর্ণ ভণ্ডামি, ঠগবাজি, জোচ্চুরি ছাড়া আর কিছু নেই। অপরাধটা তো আমার হল। আমি এই পৃথিবীতে এসেছি কয়েক বছরের জন্য। সেখানে আমি ঠাকুর হবো, আখের গুছাবো, তোমাদের ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করে আকাঙ্খা পূরণ করবো, এইসব বিষয়বস্তু নিয়ে কি আমি এসেছি? আমার কি সামর্থ্য যে এসব চিরজীবন রাখা যাবে? তবে ৫০/৬০ বছরের জন্য তোমাদের সহজ সরল নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে আমি যদি ঠকবাজি করতে আরম্ভ করি, তোমাদের পাপ হবে না। পাপ হবে আমার। তুমি তো সহজ সহল মনে বাবার কাছে সব সঁপে দিলে। আর সেই সঁপে দেওয়ার সুযোগ নিয়ে যে যাকে ঠকাবে, অপরাধের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। ব্যবসা করতে গিয়ে টাকা নিয়ে গেল। চাকরি দেবে বলে অনেকে টাকা নিয়ে গেল। সেই লোকগুলিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন বললো, 'আমি তোমাকে চাকরি দেব। ৫০০০ টাকা দিতে হবে।' যার চাকরির খুব প্রয়োজন, কোনমতে জোগাড় করে পাঁচহাজার টাকা দিয়ে দিল। আর তার খোঁজ নেই। বিরাট অপরাধ।

তুমি তো সহজ সহল মনে বাবার কাছে সব সঁপে দিলে। আর সেই সঁপে দেওয়ার সুযোগ নিয়ে যে যাকে ঠকাবে, অপরাধের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে।

শুধু তাই নয়। এই যে জীব হত্যা করছে, কত বড় অপরাধ। তোমার তো ব্যথা আছে। তাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছে, প্রতিটি জীবেরই ব্যথা আছে। তোমাকে আঘাত করলে তুমি ব্যথা পাও না? ব্যথা একটা পিঁপড়াও পায়। একটা মাছও পায়, একটা পাখিও পায়। তারও ছেলেপুলে আছে। পাখি আধার (আহার) কুড়াতে যাচ্ছে। বাচ্চা দুইটা বসে আছে বাসার মধ্যে। আর তুমি পাখিটাকে মেরে ফেলে দিলে। আহার

প্রতিটি জীবের মধ্যেই স্নেহ, মমতা, ভালবাসা সবকিছুই আছে। ওরা তো স্কুল কলেজে যায় না, নিজে থেকেই শেখে।

মুখে নিয়ে সে মারা গেল। বাচ্চা দুইটার কি হবে? তারাও অনাহারে মারা যাবে। ছোট্ট শিশু দুটিকেও তুমি হত্যা করলে। প্রকৃতির বিচারে রেহাই নাই। প্রতিটি জীবের মধ্যেই স্নেহ, মমতা, ভালবাসা সবকিছুই আছে। ওরা তো স্কুল কলেজে যায় না, নিজে থেকেই শেখে। নিজে থেকেই বাসা বানায়। ওদের বাসা বানানো শিখতে হয় না। বাবুই পাখি ওই যে, একতলা দোতলা বাসা বানায় দেখ না। খড় দিয়ে, কুটা দিয়ে কি সুন্দর বাসা তৈয়ারী করে।

যাক তোমাদের চলার পথে তোমরা এমন কোন কাজ করবে না, যাতে মানুষের মনে আঘাত লাগতে পারে। যতটা পার বুঝিয়ে দেবে। বুঝ না মানলে ছ্যাঁচা খেয়ে আসবে। উপায় নাই। তবু অপরাধের মাত্রা বাড়াতে যেও না। জীবনের গতির পথ কিন্তু শেষ হয়ে আসছে। তাই তোমাদের পথিক বলা হয়েছে, যাত্রিক বলা হয়েছে। আজ চারিদিক থেকে দেখ, কত ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট একটার পর একটা আসছে। চিরকাল আসছে। তোমরা মহানাম প্রচার করে যাবে, গান প্রচার করে যাবে। বেদের তত্ত্ব সর্বজায়গায় প্রচার করবে। যে আদর্শের কথা আমি বলি, তাহা সকলকে জানাবে। তাতে যদি আঘাত পেয়ে আস, সেই আঘাত পরম তৃপ্তির আঘাত। সেই আঘাতে কখনো তার উপরে আক্রোশ দেখাতে যেও না। আক্রোশে আক্রোশ বাড়ে। তর্কে তর্ক বাড়ে। সে যদি বুঝতে না চায়, তারে কত আর বুঝাবে? ওর বুঝ নিয়ে সে চলছে চলুক। **বিবেক তোমাকে শুধু সতর্ক করে দেবে। ভিতরে বিবেক তো সতর্ক করে দেয়, 'এটা করো না। এটা ভালো না।' সবসময় জানিয়ে দেয়। তবু যদি বিবেককে লাথি মেরে অপরাধ করতে যাও, প্রকৃতির দরবারে এমন বিচার হবে, যে বিচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আর উপায় নাই।**

ভিতরে বিবেক তো সতর্ক করে দেয়, 'এটা করো না। এটা ভালো না।' সবসময় জানিয়ে দেয়। তবু যদি বিবেককে লাথি মেরে অপরাধ করতে যাও, প্রকৃতির দরবারে এমন বিচার হবে, যে বিচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আর উপায় নাই।

তাই তোমরা তোমাদের দিক থেকে, সততার দিক থেকে, নাম গানের প্রচারের দিক থেকে সর্বত্র নিজেদের কাজ করে যাও। নিন্দা, চর্চা, আঘাত, অপবাদ তোমাদের সহ্য করতেই হবে। কারণ এখানে কেউ কারও কথা বোঝে না, কেউ কারো কথা জানে না। যারা ধারণায় চলে, কানকথায়

যারা চলে, তাদের সাথে তোমাদের বিবাদ হবেই, বাদাবাদি হবেই। সেই বাদাবাদির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেখানে যেই রকম সেখানে সেই রকমভাবে চলবে। মারামারি করবে না, ফাটাফাটি করবে না। তর্কে যাবে না। শুধু মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে দেবে। কেউ মানলে মানবে। কিন্তু এটা জেনে রেখো, সত্যের জয় অনিবার্য। আজ হোক, কাল হোক, সে আসতে বাধ্য হবেই। জিদ (জেদ) যা ছিল, আর জিদ করতে পারবে না। জিদ মাত্র রক্তের জোরে জিদ। রক্তের জোর যতদিন, ততদিন মাত্র জিদ থাকবে। তোমরা যে নাম পেয়েছ, যে সুর পেয়েছ, তাই নিয়ে থাকবে। **ধর্মের দোহাই দিয়ে তোমরা কোন কিছু করবে না। এক সত্যের পথ ছাড়া তোমাদের অন্য পথ নাই। ধর্মের দোহাই দেবে এক জায়গায় এক জীবনে। কিন্তু পাপ কুড়াতে গিয়ে ধর্মের দোহাই দিও না।** যা এখানে দেখছি, চারিদিকে দেখছি, বেশীরভাগ, বেশীরভাগই তাই। অনেক সুনাম দুর্নাম নিয়ে চলছি। বাপ, বেটা, বেটি যেন এক হয়ে থাকতে পারি, এক হয়ে চলতে পারি। তবে যেখানেই যাবে, চিন্তা করবে, নামটা কিভাবে প্রচার করা যায়। **নাম প্রচার করতে গিয়ে যদি গালি খাও, গালি খেয়ে আসবে। সেই পাপটা তারা নিয়ে যাবে তোমার থেকে। পাপটা তোমাদের ক্ষয় হবে কি করে? তারাই নিয়ে যাবে। যারা তোমাদের উপর রাগ করতাছে, মেজাজ করতাছে, গালি দিতাছে, বাধার সৃষ্টি করছে, তারাই তোমাদের পাপটা গ্রহণ করে নেবে। সুতরাং জীবনে যত দিন বেঁচে থাকো, ততদিনই তোমরা এই পৃথিবীর থেকে পাপ মুক্ত হবার চেষ্টা করবে।**

নাম প্রচার করতে গিয়ে যদি গালি খাও, গালি খেয়ে আসবে। সেই পাপটা তারা নিয়ে যাবে তোমার থেকে। পাপটা তোমাদের ক্ষয় হবে কি করে? তারাই নিয়ে যাবে।

জীবনে যত দিন বেঁচে থাকো, ততদিনই তোমরা এই পৃথিবীর থেকে পাপ মুক্ত হবার চেষ্টা করবে।

প্রকৃতির দরবারে সূক্ষ্ম বিচার। পাপমুক্ত না হলে প্রকৃতির দরবারে বিরাট সাজা (শাস্তি) সবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এই সাজার বিষয়ে কে কতটুকুনু বুঝলো, কে কতটা শুনলো বিচার করবে না। তোমার কথা তুমি বলে যাবে, বুঝিয়ে যাবে। কেউ যদি বুঝতে চায় বুঝবে, কেউ যদি বুঝতে না চায়, বাড়াবাড়ি করবে না। তাকে ধমক দেবে না, তার উপর

রাগ করবে না। তোমরা তোমাদের কাজ করে যাবে। প্রচার কার্য মন দিয়ে করবে। এক বাপের সন্তান তোমরা। একত্র হয়ে কাজ করবে। তোমাদের ভিতরে কেউ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করবে না। বিশ্বাস রক্ষা করবে এবং একত্র হয়ে জায়গায় জায়গায় নাম প্রচার করবে। **ভাগ ভাগ করে কাজ করবে। এক জায়গায় সপ্তাহে ক্লাস করবে। ক্লাসের সবকিছু বুঝে নেবে। বুঝে নিয়ে সর্বত্র যেভাবে পার কাগজে কলমে, লেখনীতে, মুখে নাম উচ্চারণ করে সবাইকে আপন করে নেবার চেষ্টা করবে। রাগারাগি করে, খুনোখুনি করে কিছু জয় করা যায় না। ভালবাসা (ঊর্দ্ধধারা) দিয়ে সবার মন জয় করবে।** সেইভাবেই চলবে। তাতে যদি কেহ গ্রহণ করতে চায়, করবে।

সুতরাং এইটুকুনু মনে রেখো, ধর্ম হচ্ছে বিজ্ঞান, ধর্ম যুক্তি, ধর্ম গণিত। ধর্ম সুর, ছন্দ, লয়। ধর্ম গল্পে নয়, কল্পনায় নয়, ভাবে নয়, উচ্ছ্বাসে নয়। ধর্ম হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রমাণে। তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজে বেড়াও আর কিছুর প্রয়োজন নাই। দেবদেবতার গল্প আমি বেশী করি না। স্বর্গের কথা বলি না, মাহাত্ম্যের কথা বলি না। আমি তোমাদের জীবনের মাহাত্ম্যের কথা বলবো। তোমরা যে ঠিক পথে চলছো, সেই কথা আমি বলবো। আমি শুদ্ধ প্রেম ভালবাসা দিয়ে তোমাদের গড়ে তুলতে চাই। তোমরা বাবার সন্তান। বাবার রক্তে মিশে থাকো। আর আমার অন্য কিছু কামনা নাই। তোমাদের দিয়ে কোন ব্যবসা বুদ্ধি আমার নেই। বাবার কাছে সেই বুদ্ধি কোনদিন দেখেছ? তোমাদের কাছে আমি পয়সা রোজগার করতে আসিনি। কেউ বলতে পারবে না, কারও কাছে কোনদিন একটি পয়সাও চেয়েছি। আমার একটাই স্বার্থ বাপ, বেটা, বেটি যেন এক রক্তে থাকতে পারি, এক রক্তের ধারায় যেন চলতে পারি। আমাদের মধ্যে যেন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। **আমার উপরে তোমাদের রাগ হোক, আমার কোলে বুকে তোমাদের টেনে রাখবো। আমার স্তন তোমাদের পান করাব। এই আকাশের ধ্যান, জ্ঞান নিয়ে, এই বিশ্বের দরবারে, মহাশূন্যের বুকে যেন আমরা সবাই একত্রিত হয়ে, বাপ বেটা**

আমি তোমাদের জীবনের মাহাত্ম্যের কথা বলবো। তোমরা যে ঠিক পথে চলছো, সেই কথা আমি বলবো। আমি শুদ্ধ প্রেম ভালবাসা দিয়ে তোমাদের গড়ে তুলতে চাই। তোমরা বাবার সন্তান। বাবার রক্তে মিশে থাকো।

বেটি যেন এক সুরের বন্ধনে এক জায়গায় থাকতে পারি। এক প্রেম ভালবাসায় থাকতে পারি। আমার অন্তর ঢালা ভালবাসা দিয়ে তোমাদের রাখার চেষ্টা করছি। আর অন্য কোন সম্পর্ক তোমাদের সাথে আমার নেই। আমি আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। এক বিবেক ও মনের সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক আমার নাই, এইটুকুনু মনে রেখো। আমি তোমাদের এইটুকু নিশ্চিত করে দিচ্ছি, বাবা তোমাদের কোনদিন ঠেলে ফেলে দেবে না। যত দোষ ত্রুটি করো, সব সংশোধন করার আমি চেষ্টা করবো। সংশোধন করে আমি বুকে রাখার চেষ্টা করবো। বাচ্চা কাল থেকে আমি কত ঝড়-ঝাপটা আঘাতের ভিতর দিয়ে পথ তৈরী করে এসেছি। কত অশান্তি পোহাচ্ছি, কত ঝামেলা পোহাচ্ছি। যদি কেউ ভুল বোঝে, বুঝুক, না বুঝুক, আমার এই জীবনের যাত্রা পথে আমি আর ভালো সাজতে চাই না। ভালো বলুক আর চাই না।

আমি তোমাদের এইটুকু নিশ্চিত করে দিচ্ছি, বাবা তোমাদের কোনদিন ঠেলে ফেলে দেবে না। যত দোষ ত্রুটি করো, সব সংশোধন করার আমি চেষ্টা করবো।

আমাকে মন্দ বলুক, যা বলে বলুক, আমি চাই আমার ভালো গুণ দিয়ে, সত্য নিষ্ঠা দিয়ে, আমার জীবনের চলার পথের প্রেম ভালবাসা দিয়ে তোমাদের আটকে রাখতে যেন পারি। ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। ইঞ্জিনের সাথে সব বগ্‌গীগুলোকে আমি টেনে নিয়ে যেন যেতে পারি আমার প্রেম ভালবাসা দিয়ে। ইঞ্জিন যেখানে যাবে, বগ্‌গী সেখানে যায় না? তবে **আমার প্রেম ভালবাসায় আমার স্নেহ মমতায় তোমাদের যদি অনন্ত বিশ্বের, মহাশূন্যের পথের যাত্রিক করে নিয়ে যেতে পারি, এর চেয়ে মধুময় আর কি হতে পারে, এর চেয়ে মধুময় আর কি আছে বল? আমার ভক্ত, আমার সন্তান, আমার রক্ত যেন একটিও পড়ে না থাকে।**

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মনের চেক, দুনিয়ার চেক, গুছিয়ে দেওয়ার চেক, নেবার চেক আমার হাতে

সুখচরধাম
১৫ই মার্চ, ১৯৮৩

প্রকৃতির তত্ত্বের ধারাবাহিকতার ধারায় সবকিছুই সম্পূর্ণ নগ্ন বা খোলাখুলি, সবকিছুই স্পষ্ট, সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত। এখানে কোন গোপনতা নাই, Privacy নাই। প্রকৃতি হচ্ছেন তোমাদের আরাধ্য। **প্রকৃতির (সৃষ্টির) ধারাতে যেসব নিয়মকানুন আছে, সেই নিয়মে যারা চলবে, তারাই হল পুণ্যবান। এর ব্যতিক্রম যে করবে, সেই হ'ল পাপী। পুণ্যবান এবং পাপী বলে যা বলা হয়, এটাই হ'ল তার সঠিক ব্যাখ্যা।** পাপ এবং পুণ্য কিসে কিসে হয়, কিভাবে হয়, এমনিতে বলা অসুবিধা আছে। আমাদের ভিতরে যে চৈতন্য আছে, sense যাকে বল, সেই একমাত্র ওয়াকিবহাল কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক। Sense বা চৈতন্য সদা সর্ববিষয়ে ওয়াকিবহাল। Sense-ই বিবেক। যতই আবরণ দিয়ে, মুখোস নিয়ে চল না কেন, Sense-কে ফাঁকি দিতে পারবে না। বিবেকের কাছে কেউ কোনদিন ফাঁকি দিতে পারেনি। রামশ্যামের কাছে, পৃথিবীর সকলের কাছে ফাঁকি দিতে পার, বিবেককে ফাঁকি দিতে পারবে না। এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে প্রকৃতির ধারাবাহিকতার ধারায় যারা চলছে, তারাই একমাত্র প্রকৃতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবে। আমাদের জীবনে চলতে হবে প্রকৃতির শিক্ষাপদ্ধতির ধারায়। প্রকৃতি থেকে প্রতিমুহূর্ত্তে সেই শিক্ষায় এগিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে প্রকৃতির ধারাবাহিকতার ধারায় যারা চলছে, তারাই একমাত্র প্রকৃতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবে। আমাদের জীবনে চলতে হবে প্রকৃতির শিক্ষাপদ্ধতির ধারায়। প্রকৃতি থেকে প্রতিমুহূর্ত্তে সেই শিক্ষায় এগিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

আমি তোমাদের যা বলি, অনেক সময় ধরতে পার, আবার ধরতে পার না। যেভাবে যা করতে বলি, কিছু কিছু পালন কর, আবার পালন করতে পার না। প্রকৃতির অনন্ত খনি থেকে, প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার থেকে, প্রকৃতির ঘরোয়ানা থেকে বুঝ নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, সেই জন্মগত মহান যিনি এখনও আছেন তাঁর নির্দেশমত চলতে তো হবে। আবার সমস্ত জীবজগতে যা আছে, সবই সেই প্রকৃতির ভাণ্ডার হতে জন্ম নিয়েছে। জন্ম তো নিল, কিন্তু ভাণ্ডারের বুঝটা তাদের মধ্যে আছে কিনা, বুঝের বীজটা যে আছে, সেই বীজ থেকে গাছ হয়ে ফুলে ফলে ভরপুর হয়েছে কিনা, সেটা তো বুঝতে হবে। গাছের বীজ একটা কৌটাতে রেখে দিলে সেই বীজ সেখানে রইল, শুকনো হয়ে শেষ হয়ে গেল। বীজশক্তির শক্তি প্রতিটি বীজে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। কৌটাতে বীজ রেখে দিলে গাছ হওয়ার ক্ষমতাটা তার থেকে গেল। তোমরা যদি বীজ কৌটাতে রেখে দাও, তাহলে শক্তির স্ফূরণ হবে কি করে?

গাছের বীজ কৌটাতে না রেখে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়, তার যত্ন করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে তার স্বরূপটা বের হয়। এই জীবজগতে যত সৃষ্টি, যা কিছু সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছ, পিঁপড়া থেকে মশা মাছি পর্যন্ত প্রত্যেকের ভিতরে সেই বীজশক্তি লুক্কায়িত আছে। সেই বীজ থেকে, প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারের শক্তি থেকে সবাই জন্ম নিয়েছে। তবে শক্তির স্ফূরণ হচ্ছে না কেন? জাগছে না কেন? ফুটছে না কেন? আমি বলবো, জাগছেও, হচ্ছেও। হচ্ছে যে, কি করে বুঝবো? যখনই তুমি জিজ্ঞাসা করছো, কেন হচ্ছে না, কেন বুঝছি না, এই বুঝটাতো তোমাদের ঠিক আছে।

'আমার হচ্ছে না, আমি বুঝছি না, মন চঞ্চল, মন এদিক ওদিক ঘোরে, ফাঁক পেলেই ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে, মনকে আয়ত্তে আনতে পারছি না', একথা বললেই আমি বলবো, Very good। এরকম হচ্ছে যখনই বুঝছো, তখনই বোঝা উচিত, বুঝের যন্ত্রে সাড়া দিয়েছে। মানুষ বিকল যন্ত্রকে সারাতে যায়। যন্ত্রের defect টা বুঝতে যে পারছে, সেটাই হ'ল বড় কথা। Instrument (যন্ত্র) বাজছে না কেন, সুর দিচ্ছে না কেন? তিনিই হলেন

বিচক্ষণ, যিনি গলতিটা বের করতে পারেন। রোগীর কি অসুখ, অসুখের কারণ কি বুঝলে চিকিৎসার অসুবিধা হয় না। সর্বশাস্ত্রে সর্ব জায়গায় একই কথা প্রযোজ্য। কেন ছাত্র পড়ছে না, কেন মন বসছে না, কারণ বুঝলে শিক্ষকের পড়াতে অসুবিধা হয় না।

প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে অসীম ক্ষমতা নিয়ে জীবজগৎ এসেছে এই মৃন্ময় জগতে। বীজশক্তি রয়েছে প্রত্যেকের অন্তরে। পরিপূর্ণ ভাণ্ডারের ক্ষমতা নিয়ে এসেছ তোমরা। প্রায় সবার কাছেই শুনি একই কথা, মন চঞ্চল, মন ব্যতিব্যস্ত। এখন দেখতে হবে, কোন্ কোন্ ধারায়, কোন্ কোন্ ধারাবাহিকতার channel (চ্যানেল) দিয়ে মন যাচ্ছে। **জল পাত্রে থাকলে যেদিকে ঢাল (ঢালু বা নীচু) সেদিকে যায়। মনে এমন কি কি ঢালের ব্যবস্থা আছে যে, মন সেই ঢালের দিকে চলছে গড়গড়িয়ে। প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় নিজ নিজ জীবনের যাত্রাপথে নিশ্চয়ই সেই ঢালের ব্যবস্থা আছে, না হলে মন যাবে না।** অন্যের বাচ্চা দৌড়ে রেলিং-এর ধারে চলে যাচ্ছে, চোখ দিয়ে দেখ। কিন্তু নিজের বাচ্চা দৌড়ে রেলিং-এর দিকে যাচ্ছে, দৌড়ে গিয়ে ধর। নিজের পেটের সন্তানের দিকে ঢাল। অন্যের সন্তানের দিকে ঢাল বেশী হবে না। দরদ থাকে, কিন্তু ১০ আনা, ৬ আনা হয়ে যাচ্ছে। নর্দমা থাকলে, সোজা জল ছিটকে যায় না। জীবনের যাত্রাপথে দেখবে, কার কতটা ঢাল, কোন্ কোন্ দিকে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক জীবনে নিজস্ব গতিতে প্রত্যেকের ঢাল এক এক ধরণের। নিজের পেটের বাচ্চা এক ধরণের ঢাল, ভাইয়ের বাচ্চা আর এক ধরণের ঢাল। মুখে বলছো, সকলের উপরই টান আছে। কিন্তু ঢালের মাত্রা, টানের মাত্রা বেশী আর কম। কার্যক্ষেত্রে সেটা আরও বেশী বুঝতে পারবে। এমনি মুখে বললে অসুবিধা।

প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে অসীম ক্ষমতা নিয়ে জীবজগৎ এসেছে এই মৃন্ময় জগতে। বীজশক্তি রয়েছে প্রত্যেকের অন্তরে। পরিপূর্ণ ভাণ্ডারের ক্ষমতা নিয়ে এসেছ তোমরা।

কেউ যদি বলে, নিজের সন্তানের চেয়ে ভাইয়ের বেটা কম কি? টানের মাত্রা এক কি হতে পারে? না। দেখা যাচ্ছে, এক হতে পারে না। নিজের নিজের ঘরের কথা চিন্তা করে দেখ। নিজে যে বেড়াল পুষছো, কুকুর পুষছো, তার প্রতি যে মায়া, অন্যের কুকুর, বিড়ালের প্রতি সেই

মায়া থাকবে না। নিজের পেটের বাচ্চার প্রতি এই যে মায়া বা আকর্ষণ আছে, এটা instinct. প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে একটা gift দিয়েছে। আর কোথায় কি কি ঢাল আছে? লক্ষ্য করে দেখ, সহজে কোন্ দিকে দৌড়াও। ক্ষুধার তাড়ণায় ছুটছো। বীজটা আছে, মাটিতে পুঁতে দিলে অঙ্কুরিত হবার প্রেরণায় আলো, জল, বাতাসের দিকেই তার গতি। তোমার বুদ্ধিটা আছে, কোন্ কোন্ দিকে ঢাল আছে, চিন্তা করে দেখ। চোখ আছে, দেখতে ছুটছো। জিহ্বা আছে, স্বাদ গ্রহণ করতে ছুটছো। কান আছে, সুন্দর গান শুনতে ছুটছো। মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের গর্জন শুনছো। অতিরিক্ত শব্দে কানে তালা লাগছে। কান চেপে ধরছো। ঘ্রাণের ইন্দ্রিয় নাসিকা আছে। সুগন্ধের জন্য ছুটছো। আবার দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিচ্ছ—সব ঢাল। অনেকে আবার মনে করে ভাল করে শিখি, নাম করি। কত মানুষ আমার নাম করে। যেভাবেই হোক নাম (যশ) করবার নেশায় চেষ্টা করছে। মোহের ঢাল।

নিজের পেটের বাচ্চার প্রতি এই যে মায়া বা আকর্ষণ আছে, এটা instinct. প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে একটা gift দিয়েছে।

তারপর শেষবেলা বলি, প্রেমের ঢাল। দেখতে হবে, এতগুলো ঢালের মধ্যে কোন্ ঢাল কার ওপরে কতটা effect করছে। ক্ষুধার তাড়ণায় কেউ চুরি করছে, ডাকাতি করছে। কেউ সংসারের ক্ষুধা মিটাতে চুরি, ডাকাতি করছে। ন্যায় থেকে সরে পড়ে নানারকম ত্রুটিমূলক কাজ করছে। ন্যায়-অন্যায় বোধ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যদি কাজ করার সময়ে ত্রুটি বোধ হয়, তাহলে আরও অন্যায় করা হ'ল। Testing metre জ্বলে উঠছে, সাড়া দিচ্ছে। ভিতরে বলছে, নাহে, কাজটা করা উচিত না। যে কাজ করতে যাচ্ছে, সুবিধার না; যা নিতে যাচ্ছে, লুকোচুরি করছে। ভিতরে বলছে, না করা উচিত না, জিনিসটা সুন্দর না; জাগলে খারাপ হবে। **ত্রুটিকে স্বীকার করে নিয়ে কাজটা যে করতে যাচ্ছে, harm সেখানে। Spot পড়তে শুরু করবে। চুরি করে না আছে অনুতাপ, না আছে ব্যথা-বেদনা, Spot পড়বে। যে কাজ করছো, যদি চিন্তা করো, কে দেখলো, কে বুঝলো, Spot পড়বে। আবার যদি desparate হও, যে খুশী দেখুক, যা খুশী বলুক, আমি করবোই। যতই**

তুমি যাই কর না কেন, অন্যায় করলে, বিপথে গেলে বিবেক compromise করবে না। বিবেক তোমার ভিতরেই থাকবে।

মুঠি (হাতের মুঠ) শক্ত করে কথা বলো, আস্ফালন করো, হাতের মুঠি নীচু হয়ে যাবে বিবেকের দংশনে। যতই চিৎকার করো, মা কি ভাববে, বাবা কি ভাববে, জ্যাঠা কি ভাববে, ভিতরে ভিতরে বিবেক ওইপথে যেতে নিষেধ করবে। আবার ভাবছো, প্রেমিককে বলছো, আমি যদি তোমার জন্য রাস্তায় নামতে পারি, তুমি পারবে না কেন? আমি মা বাবা কারও পরোয়া করি না। যখন তখন বেড়িয়ে যেতে পারি, তুমি কাপুরুষের মত করছো কেন? আমাকে যদি ভালবাস, যে কোন কাজ করে রোজগার করো। অনেকে এরকম desparate হয়। অনেকে আবার desparate হতে গিয়েও চিন্তা করে, মা বাবা ব্যথা পাবেন ঠিকই। তারা অনুতপ্ত হয়, repentance আসে। তুমি যাই কর না কেন, অন্যায় করলে, বিপথে গেলে বিবেক compromise করবে না। বিবেক তোমার ভিতরেই থাকবে।

প্রকৃতির স্বচ্ছগতিতে যে বস্তুগুলো আছে, তুমি কতটা তার সদ্ব্যবহার করছো, nature follow করছে, এই বিবেক বা চৈতন্যের দ্বারা। প্রত্যেককে সাংঘাতিকভাবে অনুসরণ করছে। চিন্তা করে দেখ, রাস্তায় ঘাটে কথা বলছো, মনের গতি কতভাবে এদিক ওদিক করছো। আবার ভিতরে এসে মনের ভিতরে blood-এর সাথে connection করছো। টেনে টেনে আনছো। এতে তোমার লাভ কি হলো? লাভ কিছুই হলো না। তোমার সুন্দর স্বচ্ছ মনকে অযথা কলুষিত করছো। যদি benefit পাও, আপত্তি নেই। Benefit তো কিছুই পাচ্ছ না। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হতে এত সম্পদ দিয়েছে আমাদের, এই সম্পদ দিয়ে কতকিছু করতে পারতে। এই জায়গাটা (দুই ভ্রূ-র মধ্যবর্ত্তী স্থানে আজ্ঞাচক্র) যদি ফাটতো, কত সুবিধা হতো, যা খুশী তাই করতে পারতে। আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করে গভীরভাবে বসে থাকতে পারলে defect গুলো বুঝতে পারতে। চঞ্চল মন আগের মত নেই। মন সরে গেছে। অসুবিধাগুলো বুঝতে পারছো। হতাশ হয়ে পড়ছো, নিরাশ হয়ে পড়ছো। আর ভাল লাগছে না। নতুন কিছু চাই। মনের খোরাক চাই। বন্ধুর কাছে লিখলে এমতাবস্থায়, 'আমি কি করবো বুঝতে পারছি না। আমার কিছু ভাল লাগছে না'। ঠেকেছো এসে কোথায়। General কথায় মন ভেঙে পড়েছে। সর্বদা নিরানন্দ লাগছে। তোমার বুঝা উচিত, এই যে এত কথা বললে, বুঝটা পাকা বুঝেই আছে। যার বুঝে নিজের সম্বন্ধে এত কথা

বলছো, যে বুঝ দিয়ে defect বুঝতে পারছো, সেই বুঝ দিয়ে বুঝে বুঝে অনেক বুঝের সন্ধান পেতে পার। সেই বুঝ নিয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে চলার পথে আরও অনেক সুবিধা করে নিতে পার। যেটা আজ বুঝতে পারছো না, ভাবছো, কোন্ পথে যাব, কোন বুঝে যাব।

প্রকৃতির ভাণ্ডারের বুঝ থেকে যাঁরা জন্মের থেকে বুঝটা পেয়েছেন, তাঁরাই জানেন, কোথায় ছিলাম, কি নিয়ে এসেছি, আর চারিদিকে কি দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া প্রত্যেকেই এই কাজ করছে, গল্‌তির পথে গড়াগড়ি করছে। আর হায় হুতাশ করছে। কোন্‌টা সহজে বুঝবে? সাধারণ দৃষ্টান্ত যেমন প্রেমটা দিয়েই বুঝবে? একা তো আর নয়। প্রায় সবাই করে। প্রথম জীবনে যাদের ভালবাসা হয়, কি করে হয়? ভালবাসা করবে মনে করে তো আর ভালবাসা হয় না। একটি ছেলে একটি মেয়ে হয়তো অনেকের সাথে গিয়ে এক জায়গায় বসলো। চোখে চোখে তাকালো। সব তাকানো সবাই গ্রহণ করে না। একজন আরেকজনকে দেখে আসলো। মনে বেজে রইলো না। আবার একটা মেয়ে ভাবলো, একটা ছেলে দেখলাম, ৬ ফুট, সাড়ে ৬ ফুট লম্বা, কি সুন্দর। ছেলেটি আবার দাদার বন্ধু। দাদা বললো, আমার বোন আছে। একটু দেখিস্।

প্রকৃতির ভাণ্ডারের বুঝ থেকে যাঁরা জন্মের থেকে বুঝটা পেয়েছেন, তাঁরাই জানেন, কোথায় ছিলাম, কি নিয়ে এসেছি, আর চারিদিকে কি দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া প্রত্যেকেই এই কাজ করছে, গল্‌তির পথে গড়াগড়ি করছে। আর হায় হুতাশ করছে।

— আচ্ছা।

ছেলেটি যেদিকে যায়, মেয়েটি যাচ্ছে। কতবার তাকানো হলো। মন ভেজাবার জন্য কতরকম আদবকায়দা। ছেলেটি বুঝতে পারছে, তারজন্য সব করছে। হাসছে, কতরকম আদব কায়দা, কতরকম গতিবিধি করছে। এইবার ছেলেটি এগিয়ে এসে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় যাবেন?

— পৌঁছে দেবেন? একা একা যেতে কেমন ভয় করে।

— নিশ্চয়ই দেবো।

ভালবাসা শুরু হলো।

— আপনি কাল আসেননি?

— ভাইর বেটার অসুখ।

— আজ কলেজ ছুটি। বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা হ'ল। চানাচুর খায়। এ খায়, ও খায়। চলছে, চলছে। তারপর বিয়ের proposal দিল।

বাড়ীতে এসে দেখে আগের মতো সুর নেই। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, কেমন অন্যমনস্ক দেখছি। আগের মত দেখছি না।

— সব জানাজানি হয়ে গেছে। বাবা মায়ের ইচ্ছা নেই। বাবা বলেছেন, 'তুমি যদি এসব কর, আমাদের সাথে কোন সম্পর্ক নাই'। মেয়েটি বলছে, তোমার জন্য আমি সব ছাড়তে পারি। 'ও' আরও বেশী উদারতা দেখাচ্ছে। ছেলে বলছে, আমিও রাজী। শেষবেলা এল আমার কাছে।

আমি— কতদূর এগিয়েছ?

— আজ্ঞে, রেজিষ্ট্রি বাকী।

— কাজটা ঠিক হচ্ছে না। অন্যায় করছো, বুঝতে পারছো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— মোহের বশে নিজের মধ্যে মনোবলের পরিচয় দিচ্ছ।

— কিন্তু কারও বাড়ীতে মত নেই। দু'দিকেই ভয়।

ঘরে সাপ রেখে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারবে না। Nature শিক্ষা দিচ্ছে, সহজভাবে যা দেওয়া আছে, তাতে কামড়াকামড়ি শুরু করেছো। সহজভাবে যে gift, যে capital দিয়ে দিয়েছে, সেটা নিয়ে হৈ চৈ করছো। এটাই লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রেমের স্থান কোথায়? fill up the blank. পরিপূর্ণ তো করে। আদত শব্দটা হয়েছে কিনা, সেটাই বিবেচ্য। চেষ্টা তো করেই চলেছে। কোনরকমে মনের সিদ্ধান্ত আসলো ঐদিনে আমরা রেজিষ্ট্রি করবো। শ্রীশ্রী ঠাকুরের আশীর্বাদ আনবো।

Nature শিক্ষা দিচ্ছে, সহজভাবে যা দেওয়া আছে, তাতে কামড়াকামড়ি শুরু করেছো। সহজভাবে যে gift, যে capital দিয়ে দিয়েছে, সেটা নিয়ে হৈ চৈ করছো।

মেয়েটি বলে, রেজিষ্ট্রি করে ঠাকুরের কাছে যাব। তার আরও বেশী speed. ঠাকুর যদি 'না' করেন। দেখ, বুদ্ধিগুলো কিভাবে আসে। মেয়েটি বলে, না, তুমি আগে ঠাকুরের কাছে যাবে না।

ছেলে — না, ঠাকুর আমাকে স্নেহ করেন। ঠাকুরকে না বলে রেজিষ্ট্রি করবো না।

ঠা — মেয়েটি কোথায়?

ছেলে — আজ্ঞে, বিয়ের আগে আসতে চাইছে না।

ঠা — মেয়ে নিয়ে আয়। দুজনকে একসঙ্গে আশীর্বাদ করবো।

ছে — চল, ঠাকুর তোমায় ডেকেছেন।

মে — না, যাব না।

এতদিন ছেলেটির সব কথা মেয়েটি শুনেছে। এখন শুনছে না। বলছে, এখন যাব না। ঠাকুর যেন কিছু মনে না করেন। বিয়ে করে পরে যাব।

ছেলেটি মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল।

ঠা — কিরে, এসেছে?

ছে — না, আসতে চাইলো না।

ঠা — আমি তো ওর শত্রু না।

আমি ছেলেটির দিকে তাকালাম। একটা ঘটনা থেকে সূচনা হয়। জীবনে অনেক ঘটনা আসবে। তখন 'না' বললে অনেক মুসকিলে পড়তে হবে।

ছেলেটি মেয়েটির ফটো দেখাল। আমি বলি, বেশতো, তোর পছন্দ হয়েছে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার পছন্দ হয়েছে।

ঠা — কত দিনের প্রেম?

ছে — আজ্ঞে, ৪/৫ বছর।

ঠা — তোরা পরস্পরকে ভালবেসেছিস্?

ছে — হ্যাঁ, বাবা।

ঠা — ফ্যাক্টরীর sample বিক্রী করে, অনেকে ৫০০/৭০০ টাকা কামায়। Sample দেখিয়ে, sample দিয়ে order আনে। প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার হতে প্রেমের যে Sample টুকু তোমরা পেয়েছ, তাতেই মশগুল হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ। প্রকৃতি থেকে বুদ্ধি, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা সবই দিয়েছে। আবার বিবেকও দিয়েছে। বিবেক তোকে কোন্ সম্মতি দিয়েছে? তোর ঠাকুরের প্রতি টান আছে, এসে পড়েছিস্। তুই আমাকে ভালবাসিস্। তাই আমাকে বলতে এসেছিস্। জানি, খাবারে ইঁদুর মুখ দিয়েছে। বিড়াল মুখ দিয়েছে। তুমি ক্ষুর্ধাত্ত জেনেও তোমাকে খেতে দেবো না। ক্ষুধার লালসায় তুমি খেতে গেছো। সাপ ছিল, সাপের বিষ উগ্‌রে দিয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমার উপরে তুমি নির্ভরশীল, আমি জেনেশুনে তোমাকে ফেলে দিতে পারবো না। আমার উপর যে বা যারা যতক্ষণ নির্ভরশীল, আমি তার মর্যাদা রক্ষা করে চলবো। মেয়েটার আর কারও সাথে ভাব আছে কিনা জেনেছিস্?

প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার হতে প্রেমের যে Sample টুকু তোমরা পেয়েছ, তাতেই মশগুল হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ। প্রকৃতি থেকে বুদ্ধি, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা সবই দিয়েছে। আবার বিবেকও দিয়েছে। বিবেক তোকে কোন্ সম্মতি দিয়েছে? তোর ঠাকুরের প্রতি টান আছে, এসে পড়েছিস্।

ছে — জেনেছি বাবা। এই প্রথম।

ঠা — যদি ১নং ২নং ৩নং প্রেম হয়, গ্রহণ করবি?

ছে — না বাবা, গ্রহণ করবো না।

ঠা — জেনেশুনে তোকে কি করে গর্ত্তে ফেলবো?

ছে — কি ব্যাপার বাবা?

ঠা — অমুক ঠিকানায় যাও।

ছে — এক্ষুনি যাব। ট্যাক্সি করে চলে গেল।

সেই ঠিকানায় গিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করছে উমেশবাবু আছেন? উমেশ বাবু? উমেশবাবু বেরিয়ে এলেন। কে আপনি? কি চান?

ছেলেটি উমেশবাবুকে মেয়েটির ফটো দেখিয়ে বলে, এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। আপনি এর সম্বন্ধে কিছু জানেন?

উমেশবাবু — আপনি আমার কাছে কি করে এলেন?

ছে — যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি সাংঘাতিক। আপনি মেয়েটিকে চেনেন?

উ — হ্যাঁ চিনি, ১০ বছর ঘর করেছি। মুখে মুখে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। শুনেছি, আরেকজন candidate ছেড়ে আমার কাছে এসেছিল।

ছে — আপনি ২নং, আমি ৩নং। মেয়েটির লেখা কোন চিঠি আছে আপনার কাছে?

উ — আছে। এই নিন। চিঠি দিল। মেয়েটি চিঠি লিখতে অভ্যস্ত ছিল।

ছে — অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

উ — ধন্যবাদ তো তাঁর প্রাপ্য যিনি পাঠিয়েছেন আপনাকে। আমি তো শুধু খুলে বললাম। কে পাঠিয়েছেন বললেন নাতো।

ছে — আরেকদিন এসে বলবো। আজ আসি।

ছেলেটি চলে এল। আর মেয়েটির কাছে যায় না।

অবশেষে মেয়েটিই এল ছেলেটির কাছে।

আগে চোখে চোখে না তাকালে ভাল লাগতো না। এখন আর তাকায় না।

মে — তুমি কেমন যেন হয়ে গেছ। ছেলেটির সাড়া নাই। মনে মনে বলে, যে সাড়া পেয়েছি, আর সাড়ায় কাম নাই। বিলেত গেলাম না। আমার ৪/৫ বছর নষ্ট হয়ে গেল।

মে — কি কথা বলছো না কেন?

ছে — উমেশবাবুকে চেন?

মে — কোন্ উমেশবাবু?

ছে — আ হা হা, উমেশবাবুকে চেন না? ইঞ্জিনিয়ার। তোমার দাদার বন্ধু।

মে — হ্যাঁ। আমার মাসতুতো দাদার বন্ধু। বছরে একবার আসতো, কয়েকদিন থাকতো আমাদের বাড়ী।

ছে — এইতেই শুরু হল।

মে — কি শুরু হল?

ছে — জানি জানি। ওর ঘর করতে পারনি। এখন আমার মাথা খেতে এসেছ। তোমার স্বভাব যাবে কোথায়?

মে — তুমি আমাকে এই কথা শোনালে? ঠাকুরকে ছুঁয়ে এত প্রতিজ্ঞা করলে আমাকে ব্যথা দিয়ে কথা বলবে না। আজ একথা বলছো?

ছে — বলবো না? বলার মত কাজ করলে বলতেই হয়। ফাটল যদি একবার ধরে আর জোড়া লাগে না। পাথরের বাটিতে ফাটল ধরলে বাটি ভেঙেই যায়। ঠাকুরের কাছে গেলে না কেন ধরা পড়ে যাবে বলে? ১০ বছর ঘর করে তারপর ছেড়ে দিলে? এখন এসেছো আমার ঘাড় ভাঙতে?

মে — তুমি বেশী বাড়াবাড়ি করছো। কোন প্রমাণ আছে?

ছে — প্রমাণ? এই যে উমেশবাবুকে লেখা তোমার চিঠি। আর প্রমাণ চাও?

মে — তুমি কি করে তার কাছে গেলে?

ছে — কি করে গেলাম? আমার ঠাকুর আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছে আশীর্বাদ নিতে গিয়েছিলাম। এই আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি। তিনি আমাকে সব বলে দিলেন। তোমার খপ্পর থেকে বেঁচে গেছি। আমার ৫টা বছর শেষ হয়ে গেল, নমস্কার। যা করেছো করেছো, আর কোন ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে যাবে না। বাবা মাকে দুঃখ দিয়েছি, তার সাজাও আমি পেয়েছি।

তোমাদের নিজ নিজ বুঝ নিয়ে যে বুঝে এসেছ, সেই বুঝ দিয়ে খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে সব ধরে নিতে পারবে। ৬০ বছর পর্যন্ত যৌবনের খেলা

শেষ। এর পরেই শুরু হয় ভাটা। কোনদিন কেউ ভালবেসে নিজের মধ্যে তৃপ্তি পায়নি। অসংখ্য ঝামেলা বিয়ে করলে।

আর একটি প্রেমের বিবাহের কাহিনী শোন। প্রেম করে বিয়ে করলো। আমার কাছে আসেনি। ঠাকুর যেন না জানে। পাঁচ বছরের প্রেম। তারপর বিয়ে। দুটি বাচ্চা হয়েছে। ছেলের হ'ল ডবল নিমোনিয়া। জানে না বাঁচবে কি না। সব হারা উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে। আন্ধারে কুন্ধারে (অন্ধকারে) মারামারি। অন্ধকারে ডাকাত মারতে গিয়ে কোপ পড়লো বাবার ঘাড়ে। ছেলের ডবল নিমোনিয়া হয়েছে। Children Hospital-এ ভর্ত্তি করেছে। ডাঃ বাবু বাঁচান।

ডাঃ — আমরা কি বাঁচাবার মালিক যে বাঁচাবো?

— আমার ২ বছরের ছেলে মরে যাবে? এবার এসেছে আমার কাছে।

ঠা — কেন? এখন প্রেম কোথায়? প্রেমের দরজায় বাঁধ দিয়েছিলি? ঠাকুর যেন না জানে। একটা ঘা খা। একটা বাচ্চা মরবে। ছেলেটা মরলো। তখন বলছে, ঠাকুর বাঁচালেন না। ঠাকুরের দোষ। ঠাকুরের ফটো ছিল বাক্সে। বলছে, ভাবছি, ফটো আর বাক্সে রাখবো না, নর্দমায় ফেলে দেব। ঠিক নর্দমার বাইরে ফেলে দিয়েছে। মাথার ঠিক নাই।

কাগজ কুড়ায় আমার এক শিষ্য, সে কাগজ কুড়াতে কুড়াতে নর্দমার ধারে পেয়েছে বাবার ফটো। সে ওখানা নিয়ে পূজা করছে। ফটোখানা পেয়ে সে বলছে, কে এমন অন্ধ, বাবার ফটো ফেলে দিয়েছে?

৩/৪ বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করেছে, মা ঠাইরেণ গো, মনে হয়, কে যেন বাবার ফটো ফেলে দিয়েছে।

— আমরা ফেলেছি।

— আপনাদের বাচ্চা?

— না, আমরা ফেলেছি। তুমি কি করে জানলে?

— বাবা আমাকে রক্ষা করেছেন।

আমার ছেলের গুহ্যদ্বার ছিল না। বাবা একটু জলের ছিটা দিলেন। তাতেই গুহ্যদ্বার হলো। আমি কাগজ টোকাই (কুড়াই)। বাবা বলেছেন, এতেই পয়সা পাবি। পয়সা দিয়ে বাবার ফটো কেনার সামর্থ্য নাই। ফটোটা আমি নেব?

— হ্যাঁ, নাও।

বাবা, আমার বাচ্চাকে ভাল করলেন না।

— বাবা, কি বলেছেন?

— বলেছেন, বাবাকে না জানিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে বিয়ে করেছিস্। প্রেম দিয়ে আটকে রাখ।

— আপনি ক্ষমা চেয়েছেন?

— না, ক্ষমা চাইনি।

— নিশ্চয়ই এমন অন্যায় করেছেন, যার জন্য এমনটি হয়েছে।

ছেলেটির কথায় তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবার ফটো নিয়ে রেখেছে।

এই sample (নমুনা) দিয়ে প্রাসাদ তৈরী করতে পারবে না। সর্বদা গুরুর কাছে নত হয়ে থাকতে হবে। আজকের পরিস্থিতিতে যে বুঝটুকু আছে, এই বুঝটুকু দিয়ে অসীম ক্ষমতার মালিক হতে পার। যোগাযোগের যোগসূত্রের প্রথম সিঁড়ি, দ্বিতীয় সিঁড়ি সহজভাবে রয়েছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে উঠতে হবে।

তোমাদের দৌরাত্ম্য কতটুকু? আমরা ওখানে যাব না। ওর সাথে কথা বলবো না। খাব না। রাগ করে বসে রইলে। এটুকুই দৌরাত্ম্য।

তোমাদের দৌরাত্ম্য কতটুকু? আমরা ওখানে যাব না। ওর সাথে কথা বলবো না। খাব না। রাগ করে বসে রইলে। এটুকুই দৌরাত্ম্য। আর কোন কথা নেই। ভাল কোন কিছু তোমাদের হাতে নেই। সব বেহাত হয়ে গেছে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক— এই যে ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে, এদের

প্রত্যেকের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, মনে রেখো। যে নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছ, তার ব্যক্তিত্ব আছে। যে চোখ দিয়ে দর্শন করছো, তার ব্যক্তিত্ব আছে। যে কান দিয়ে শ্রবণ করছো, তার ব্যক্তিত্ব আছে। যে জিহ্বা দিয়ে বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করছো, তারও ব্যক্তিত্ব আছে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই কাঠ গড়ায় উঠবে বিচার শুরু হলে। প্রত্যেকে কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে উঠে জবানবন্দী দেবে। কথার কথা বলছি, মনে কর, হাজার চোখওয়ালা দেহ নিয়ে একজন কাঠগড়ায় দাঁড়ালো। তারমধ্যে তোমার চোখও আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তোমার চোখ দিয়ে তুমি কি করেছ বল? সে বলবে, ইনি সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছেন। কোনদিন একটা ভাল জিনিস দেখতে পারিনি। সুষ্ঠু চিন্তা, নিষ্ঠা ভরে সুন্দর জিনিসের চিন্তা দেখিনি। স্বচ্ছ জিনিস, পবিত্র জিনিস দেখবো ভেবেছি। কিন্তু চিন্তায় ভাবনায় সব সময় যেন নর্দমায় বসে থাকে। চোখের জবাব শোনা গেল।

এবার শ্রবণেন্দ্রিয় মহারাজা, তুমি কি বল? স্বাভাবিক সংসারের কথা, ভালবাসার কথা, কোথায় প্রেম করেছে সেই কথা আর নানা ঝগড়া-বিবাদের কথা শুনেছি। একটা দিনও মহামন্ত্রের সুর শুনিনি।

এবার নাকেশ্বর (নাসিকা) তুমি বল। আমি আর কি বলবো? বিড়ির ধোঁয়া, সিগারেটের ধোঁয়া, আর মদের গন্ধ নিতে নিতে শেষ। ভাল গন্ধ আর পাইনি।

জিহ্বা (স্বাদেন্দ্রিয়) তুমি বল। কি বলবো, কুত্তার মুখে চুমা, বিড়ালের মুখে চুমা আর মানুষের মুখে চুমা, আর ছ্যাপ, কফ ছাড়া অন্য স্বাদ পাইনি। বোঝা গেল, ইন্দ্রিয়গুলির কি ধরণের সব চেহারা। এই অবস্থাটা চলছে সংসারে। সব সংসারের একই হাল, ধরণটা একরকম।

কত বাধা দেওয়ার, রক্ষা করার চেষ্টা করি। কত সাবধান বাণী উচ্চারণ করি। কিন্তু ডালার মধ্যে ইঁদুরের বাচ্চা, খালি এদিক ওদিক করে। একজন বৌকে কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখছে। আরেকজন আবার জীবনে যাকেই বিয়ে করে, সেটাই আরেকজনের সঙ্গে যায়। শেষকালে সে ৫ মাসের একটি মেয়েকে মানুষ করে, তার ১৬/১৭ বছর বয়স হলে, বিয়ে করেছে। চারিদিকে wall দিয়ে একেবারে জেলখানার মতো করে রেখে দিয়েছে।

মেয়েটি দুনিয়ায় ওকেই দেখেছে। ওর সঙ্গেই কথা বলে। যে কটা শব্দ জানে, ওর কাছেই শিখেছে। এক ভদ্রলোকের সখ হ'ল চারিদিকে প্রাচীর দেওয়া বাড়ীটার মধ্যে কে থাকে? দেখতে হবে। মই বেয়ে উঠে দেখে সুন্দর একটা মেয়ে। মেয়েটা ওকে দেখে দৌড় দিয়েছে।

খুব মিষ্টি করে বলে, 'আস আস আস। আমার কাছে আস। আমি যে এসেছি, কাউকে বলো না। আমি রোজ আসবো।'

এইভাবে আসতে আসতে গভীর প্রেম হয়ে গেছে। আশেপাশের লোকেরা দেখে, বাঁশ বেয়ে কে যেন আসে। তার স্বামীর কানে কথাটা উঠলো। স্বামী দেবদারু গাছে উঠে দেখে, একটি সুন্দর ছেলে তার বৌয়ের সঙ্গে দিব্যি গল্প করছে।

ঐ দেবদারু গাছের নীচে বাক্সমাথায় একটি লোক। লোকটি বাক্সটা রেখে একটু বিশ্রাম করে গেছে জল আনতে। সে যায় জল আনতে তার মধ্যেই আরেকজন এসে উপস্থিত। বাক্সের ঢাকনা খুলতেই বেরিয়ে এল এক সুন্দরী মেয়ে। লোকটির (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে তারা দুজনে কাম সারে। লোকটি জল নিয়ে ফিরে এসেছে। তাড়াতাড়ি আসাতে ঐ লোকটি আর বাক্স থেকে বের হতে পারেনি। লোকটি বাক্স মাথায় তুলে নিয়েছে। দেবদারু গাছ থেকে লোকটি সব লক্ষ্য করলো। সে নীচে নেমে বাক্স মাথায় লোক শুদ্ধ সবাইকে নিয়ে প্রাচীর ঘেরা বাড়ীটাতে প্রবেশ করলো। সে তাড়াতাড়ি এসেছে। তাই অন্য লোকটি বাঁশ বেয়ে বাইরে যাবার সময় পায়নি। সেও তাড়াতাড়িতে চৌকির তলায় ঢুকে পড়েছে। বৌটি বলছে তার স্বামীকে, খিচুরি রান্না করবো? স্বামীর তো চক্ষু ছানাবড়া। খিচুরি কথাটা কোথা থেকে শিখলো? সে তো কান খাড়া করে রয়েছে, খিচুরি কথাটা কোথা থেকে শুনলো? আরও কিছু নতুন কথা বলে নাকি? এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ ছয় জনের খিচুরি রান্না হয়েছে। টেবিলে ছয় জনের খিচুরি দেওয়া হয়েছে। চৌকির তলায় যে আশ্রয় নিয়েছে, সেতো আর বের হয় না। তখন স্বামী ভদ্রলোক তাকে ডাকছে, আসেন, আসেন, চৌকির তলায় রয়েছেন কেন? শোয়ার জায়গা নাকি?

— আমি আসবো? চৌকির তলা থেকে বলে।

— হ্যাঁ আপনি আসেন।

সে বের হয়ে এল। এবার বাক্স মাথায় করে যে এনেছে, তাকে স্বামী ভদ্রলোক বলছে, বাক্সের মধ্যে দুজন আছে। বাক্সের চাবিটা খুলে দুজনকে নিয়ে আসুন।

বাক্স থেকে দু'জন বের হয়ে এল। ছয় জন মিলে পরিপাটি করে খিচুরি খেল। এবার স্বামী ভদ্রলোক বাক্সমাথায় লোকটিকে বলছে, আপনি আমার কাছে আসেন। আপনি আমার থেকেও দুঃখী। কই গেছেন জল আনতে। বাক্সের মধ্যেও বৌয়ের সঙ্গে আর একজন। আর আমি এতবড় দেওয়াল দিয়েও রাখতে পারলাম না। বৌকে বলে, তোমরা পরস্পরকে ভালবেসেছ। দুজনে থাক। আমি জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছি। বাক্স মাথায় লোকটিকে বলে, 'চলুন, আমরা দুজনে চলে যাব।'

বুঝওয়ালা ব্যক্তি যেভাবে line টেনে দেবে, guard দিয়ে দেবে, কাঁটায় কাঁটায় যদি চলতে পার বাঁচবে। না হলে স্রোতের টানে কোথায় যে ভেসে যাবে, ইয়ত্তা নাই। নিজের বুঝ খাটাতে গেলে, desparate হলে কি করে হবে? আমি যদি ঠিক থাকি, কেউ কিছু করতে পারবে না। না হলে পোলাপানের মুতে (প্রস্রাবে) আছাড় খেয়ে, কলার বাকলায় (খোসায়) আছাড় খেয়ে paralysed (পক্ষাঘাতগ্রস্ত) হয়ে পড়ে রইল দশ বছর। আমার সন্তান কি করে ঠিক থাকবে? ভিতর থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। অন্তর থেকে সচেষ্ট হতে হবে। একটা লোক একা একরকম, দুজন হলেই আরেকরকম। **মৃত্যু আছে জেনেও সজাগের সাথে যদি link না রাখ, সেটা কার দোষ? তোমাদের ক্ষমতায় যদি manage করে চলতে পারতে বক্তব্য ছিল না। তোমাদের এখানে কোন দাম নেই। মহৎ উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ করতে পারবে না। আদেশ পালন করতে পারবে না, কিছুই পারবে না। তোমরা কি পারবে? ওর সাথে কথা বলবো না। তার দিকে তাকাবো না। ওখানে যাব না। ব্যাঙের দৌরাত্ম্য। শুধু এদিক ওদিক লাফানো।**

বুঝওয়ালা ব্যক্তি যেভাবে line টেনে দেবে, guard দিয়ে দেবে, কাঁটায় কাঁটায় যদি চলতে পার বাঁচবে। না হলে স্রোতের টানে কোথায় যে ভেসে যাবে, ইয়ত্তা নাই।

দুটো অন্ধ, অন্তর্যামিত্ব নাই। একজন বলে, আমাকে ভালবাস।

আরেকজন বলে, তোমাকে ভালবাসি। পরবর্ত্তী কিছুই জানছো না। এই করলে এই ফল হবে, জানা থাকলে checked হবে। রাস্তায় গিয়ে যদি জান, দু'মাইল যাওয়ার পরে ঝড় হবে, জানলে যেতে না। যে যন্ত্র দিয়ে জানতে পারা যায়, সেটা থ্যাতা খেতে খেতে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রেমটা ঐরকম। কিছুই জানা নাই। মোহের বশে যৌবনের বশে চলছে। কিছুদিন চলে, তারপর খায় বাড়ি। কিছুই জানে না, চলার পথটা কি? পথের শেষ কোথায়? বুঝদার যে সে বোঝে। পিঁপড়া মনে করে, মুড়িটা লুকিয়ে নিচ্ছি। কেউ দেখছে না। তুমি কিন্তু দেখছো। ঠিক সেরকম সব ধরা পড়ে যাচ্ছে বুঝদারের কাছে। তুমি ভাবছো, ঠাকুরকে বলবো না। খেয়াল করেননি ঠাকুর। কিন্তু খেয়াল ঠিকই আছে। আমার instrument-এ সব ধরা পড়ে যাচ্ছে। একটা চিন্তা করলে তার হাজার ভাগের এক ভাগও উঠে গেল আমার ক্যামেরায়। ষ্টিমারে রান্নার এমন সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে যে, ভাল লাগছে। রান্নার গন্ধ ভাল লাগছে। এই নানা বিষয়ে ভাল লাগাতেই অনেক সময় slip হয়ে যায়, যদি cover দিয়ে না চল।

তুমি ভাবছো, ঠাকুরকে বলবো না। খেয়াল করেননি ঠাকুর। কিন্তু খেয়াল ঠিকই আছে। আমার instrument-এ সব ধরা পড়ে যাচ্ছে। একটা চিন্তা করলে তার হাজার ভাগের এক ভাগও উঠে গেল আমার ক্যামেরায়।

রাস্তায় বেরিয়ে যদি ভাব, 'ঠাকুর তো এখানে নেই। আমি ইচ্ছামত যা খুশী তাই করি।' যে এই চিন্তা করে কিছু করবে ঠিক করলো, বা অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করলো, সেইদিকে তার কতটা চিন্তা গেল, কতটা মন গেল, কতটা ভাবনা গেল, কতটা চোখ গেল, কত angle-এ গেল, শ্রীশ্রী ঠাকুরের এক্সরে যন্ত্রে সব ধরা পড়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, আমি তখন জিজ্ঞাসা করি। সত্য কথা বলে নাকি দেখি। এমনভাবে বলি, আরও যাতে বুঝটা না হয় যে আমি বুঝছি। শেষ বেলা বলে, হা রে (হায় রে), যা বলছি, সব যে বুঝে গেল। বুঝদারের কাছে সব বুঝই যে ধরা পড়ে যায়।

আমি বলি, আমার প্রেম (বিরাটের প্রেম) ছেড়ে অন্যের প্রেমে গেল নাকি? থুঃ থুঃ।

এরপরে এমন একটা সময় আসবে, যখন আর কিছুই ভাল লাগবে না। সবকিছুতেই বিতৃষ্ণা এসে যাবে। জিহ্বায় চুল পড়লে যেমন থুঃ করে ফেলে দেয়, তেমনই প্রেম করেও থুঃ করে ফেলে দেবে। এখানে যে প্রেম আছে, তাতো সাময়িক। আর ওখানে যে প্রেম আছে, তা অফুরন্ত। অগাধ ভাণ্ডারের ধন আছে তাতে। এখানে যে capital আছে, **প্রকৃতি যে capital দিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেককে, সেই capital তোমরা নষ্ট করছো, অবহেলায় অগাধ ঐশ্বর্য নষ্ট করছো। এখানে নগ্ন (খোলাখুলি) হয়ে কথা বলতে হবে। কোন কিছু লুকাবে না। তাহলেই কোনায় কান্‌চিতে যা আছে, সব বেরিয়ে যাবে। নিজেদের গড়াবার জন্য যা করা দরকার তাই করতে হবে। যতক্ষণ তোমরা আমার উপরে নির্ভরশীল, আমি যা বলি, সেইভাবে তোমাদের চলতে হবে।**

প্রকৃতি তোমাদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক করে দিয়েছেন। দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়, অনুভূতি, সর্বোপরি বিবেক ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা— এতসব মহাদানকে রক্ষা করে বৃহৎকাজে যোগাযোগের সাহায্যার্থে ব্যবহার করতে হবে। ধ্যান, যোগ, চিত্তশুদ্ধি, গভীরভাবে মনঃসংযোগে আজ্ঞাচক্রে আর সহস্রারে বেজে উঠবে নিনাদের সুর। এই capital দিয়ে ঐ স্বাদে মনকে বসাতে পার। এখানে যে ভালবাসা অর্জন করতে ৩/৪ বছর পরিশ্রম কর, সেই ভালবাসায় আমি দেব অনন্ত শান্তি, তাতে লক্ষ বছর মশগুল হয়ে থাকতে পারবে। তোমাদের লেখাতে পড়াতে, দেখাতে শুনাতে যে প্রেম বুঝে নিয়েছ; এখানে চোখের নেশায় ক্ষণিকের মোহে যে প্রেমের পিছনে ছুটছো, তাতো চিরস্থায়ী নয়। আমি তোমাদের যে নেশায় নিয়ে যাব, সেটা বিফল হবে না। এখানের নেশা বিষময়। প্রতিমুহূর্ত্তে রাগ, অভিমান, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ। এখানকার ভালবাসায় শেষবেলা খটাখটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কারণ দুটোই অন্ধ। কারও মধ্যে অন্তর্যামিত্ব নাই। যখনি কথা বলে, রাগারাগি করে। বাপ মায়ের দিকে

প্রকৃতি তোমাদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক করে দিয়েছেন। দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়, অনুভূতি, সর্বোপরি বিবেক ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা— এতসব মহাদানকে রক্ষা করে বৃহৎকাজে যোগাযোগের সাহায্যার্থে ব্যবহার করতে হবে।

এখানে যে ভালবাসা অর্জন করতে ৩/৪ বছর পরিশ্রম কর, সেই ভালবাসায় আমি দেব অনন্ত শান্তি, তাতে লক্ষ বছর মশগুল হয়ে থাকতে পারবে।

তাকিয়ে দেখ। আবার আমার দিকে আর তাকাও না। আমাকে বলে, ভুল করেছি, তোমার দিকে না গিয়ে। এখানে আঘাতের পর আঘাত; ঝঞ্ঝাটের পর ঝঞ্ঝাট। এখানে কেউ ভোগ করতে আসনি। This world is not for ভোগ। This is for preparation. এখানে ভোগের রাস্তা আছে। তোমরা ভোগের রাস্তা দিয়ে, ভোগের পথ দিয়ে চলছো। টাকা যে ছাপায়, দেখা গেল, সেখানে সে ৫০০ টাকা মাহিনার চাকুরী করে। তার হাত দিয়ে কোটি কোটি টাকা চলে যাচ্ছে। হায় হায় মাসের শেষে ৫০০ টাকা। এখানে কতরকম pose. প্রেমের pose একরকম। General Capital দিয়েই সব। মায়ের কাছে একরকম pose. বৌদির কাছে একরকম pose. রাস্তায় মেয়েদের কাছে আবার আরেকরকম pose. মায়ের কাছে, বাবার কাছে একরকম হাসি। বৌদির কাছে আরেকরকম হাসি। চলাফেরা গতিবিধি কোনটাই একরকম থাকবে না।

আমি কতগুলো line কেটে দেব। সেই line-এর ভিতর রেখে দেব। ট্রেন লাইনে চলে; লাইনের মধ্যে speed দেয়। লাইন ছাড়িয়ে আর অন্য কিছুর সঙ্গে যায় না। ট্রেন লাইনের বাইরে গেলেই গর্ত্তে পড়বে, একেবারে গর্ত্তে। **তোমাদের বুঝের লাইন দিয়ে অনন্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে লাইন করে দেওয়া হবে। তা ছাড়া কোন গতি নাই। খাওয়ার দিক থেকে, পড়ার দিক থেকে, বুঝের দিক থেকে এমনভাবে রেখে দেওয়া হবে, তাতেই চলার পথ ঠিক হবে। যদি সঠিক পথে যেতে চাও, এভাবে চলতে হবে।** না হলে ছ্যাঁচা খেতে খেতে মরবে আর জন্মাবে। আবার মরবে আবার জন্মাবে। এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকবে। একবার M.A. পাশ করবে। আবার ABCD থেকে শুরু করবে। এভাবে কত লক্ষ লক্ষ কোটি বছর চলে যাবে। Nature mark করে রেখে দিয়েছে। যদি চুরি ধারি করতে শুরু করো, একেবারে খতম করে ফেলে দেবে। Nature-এর ভাণ্ডারের অমর্যাদা করলে Nature কক্ষনো ক্ষমা করবে না। তাই লাইনে থাকবে।

এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকবে। একবার M.A. পাশ করবে। আবার ABCD থেকে শুরু করবে। এভাবে কত লক্ষ লক্ষ কোটি বছর চলে যাবে।

একটা মেয়েকে ভালবাস, মেয়েটা তোমাকে ভালবাসে না। তোমার thought টা যদি সেই মেয়েটির উপরে দাও, ওর (মেয়েটির) যত কুগুণ আছে, সব তোমার মধ্যে ঢুকবে।

লাইন মত চলবে। লাইনমত না চললে আর উপায় নাই। এসব practical মত, practical কথা। মনে কর, তুমি একটা মেয়েকে ভালবাস, মেয়েটা তোমাকে ভালবাসে না। তোমার thought টা যদি সেই মেয়েটির উপরে দাও, ওর (মেয়েটির) যত কুগুণ আছে, সব তোমার মধ্যে ঢুকবে। তোমাকে অনেক নীচে নামিয়ে দেবে। চিন্তায় ভীষণ action হয়। তাই আজেবাজে চিন্তা করতে পারবে না। গাধা চিনি বহন করে ঐ পর্যন্তই। চিনি সে পায়ও না, খায়ও না।

সংসারটাকে বোঝা স্বরূপ মনে করে বহন করে যাবে। সংসারের কর্ত্তব্য ঠিক ঠিক মত পালন করবে। সংসারের রোগ, শোক, ব্যথা প্রেম — সবই কাঁধে নিয়ে চলছো। রোগ আসলো, ব্যাধি আসলো, চিকিৎসা করাবে। ছেলে মরুক, আর বাবা মরুক, সব এক পর্যায়ে নিতে হবে। ছ'মাস পরে যার ফাঁস হবে, তার সাথে প্রেম করতে যাবে? বলবে কি, ছ'মাসের জন্য না হয় প্রেম করলাম? মনে কর, ছ'মাস পরে তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাবে, কোন্ মেয়ে তোমার জন্য দুঃখ করবে? দুঃখ আর প্রেম এক নয়। ছাগল কাটলে, পাঁঠা কাটলে, মুরগী কাটলে দুঃখ হয়? বাবা মা তোমার জন্য দুঃখ করবে। আগের প্রেম থাকলে দুঃখ করবে। তুমি যখন মারা যাবে, সঙ্গে আর কেউ থাকবে না।

সংসারের বোঝা বহন করতে হবে কর্ত্তব্যবোধে। রোগ, শোক, দুঃখ-যন্ত্রণা কোনটারই প্রতিকার করতে পারবে না। প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারো, কিন্তু প্রতিকার যে করতে পারবে, তার কোন surety (নিশ্চয়তা) নাই। আগেই জানবে, আশে পাশে যাদের দেখছো, লোকগুলো সব dead. কতকগুলো dead-body নিয়ে তুমি চলছো। সাধারণ মানুষ একটা মরা মানুষ নিয়ে শুতে পারে না। কিন্তু তুমি মরা নিয়ে, dead-body নিয়ে শুয়ে আছ। এগুলো, সব মরে গেছে। সকলেরই

আশে পাশে যাদের দেখছো, লোকগুলো সব dead. কতকগুলো dead-body নিয়ে তুমি চলছো। সাধারণ মানুষ একটা মরা মানুষ নিয়ে শুতে পারে না। কিন্তু তুমি মরা নিয়ে, dead-body নিয়ে শুয়ে আছ।

death-sentence sure. মরে গেছে, sure-death. তুমি প্রেম ভালবাসা করছো এইসবের মধ্যে। এদের সঙ্গে friendship (বন্ধুত্ব) করে আসলটা miss করছো (হারাচ্ছ)। **যাদের ভালবাসছো, যাদের সঙ্গে ঘর সংসার করছো, today or tomorrow they will die. এমন ব্যক্তিদের সাথে করছো প্রেম, ভালবাসা। কত আবেগের কথা, ভাবের কথা, অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী, চোখের ভাব, আরও কত কি। যে মেয়েকে ভালবাস, সে মরে গেলে প্রেম থাকবে? একটু দুঃখ করবে, দশদিন পরে আবার সম্বন্ধ খুঁজবে। যাকে বাঁধতে পারলে না, কেন তুমি তারজন্য অযথা সময় নষ্ট করছো?**

Nature বলছে, এমন করে সময় নষ্ট করো না। একটা হিজরা শাড়ী পরে এলে তুমি তাকে বিয়ে করবে? ঘর করবে? সবাই বুঝেছে হিজরার সাথে প্রেম করে লাভ নেই। আমার কাছে কত হিজরা আসে। তারা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আমার ভালবাসা সর্বত্র সমসুরে যায়। আমি হিজরাও বুঝি না, ভালও বুঝি না। যার দিকে তাকাই, দেখি, এগুলো dead. Dead-body গুলো তাকাচ্ছে। এটা মনে রেখে সব কাজ করতে হবে। জীবনে কোন treatment নাই, লেনদেন নাই, benefit নাই, কিছু নাই। Looser concern-এর advantage নিয়েই ইনসিওরেন্স কোম্পানী। কে কখন মরবে জানে না, সেজন্যই বিশ্বাস বেশী। ইনসিওরেন্স কোম্পানী কি বিশ্বাস করে? তারা জানে নিজেরা মরবে না। চোর থাক, ডাকাত থাক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী জানে, নিজেরা মরতে পারবে না, মরতে চাইবে না। আর দেখা হবে মৃত্যুর দিন। loss নাই।

এখানে যা কিছু কর, গুছাও, ভালবাস। শ্রদ্ধা কর। আঠার মত লেগে থাকিস না। এখানে ভালবাসা? আর কাম নাই। Platform-এর friendship maintain কর। বিভিন্ন ট্রেনের যাত্রীরা plat-form-এ অপেক্ষা করছে। আলাপ পরিচয় হয়েছে। দাদা, বৌদি, মাসিমা সম্বন্ধ পাতিয়েছে। চা খান, পান খাবেন? সিগারেট খান, মনে হয়, কত দিনের চেনা। যেই গাড়ি এসে পড়েছে ঠনঠন। আচ্ছা দাদা, আচ্ছা বৌদি, আসি। এই অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধুত্বটুকু হয়েছে, আচ্ছা আসি। টা টা। গাড়ী চলতে শুরু করলো, খ্যাঁচ খ্যাঁচ। বন্ধুরাও চলে গেল forever. এখানে প্ল্যাটফর্মে চলেছে বুনোটের খেলা।

প্ল্যাটফর্মে থেকে তুমি কি বলবে, খাট কিনে আন, পালঙ্ক কিনে আন, জাজিম আন। আমি এখন শুইছি আরাম করে। দুজন বুঝদার এদের দেখছে, আর বলছে, কিসের মধ্যে খেলা করছে দেখ। কি করছে দেখ। প্রেম করছে, নাচানাচি করছে। এদের দেখে তারা (বুঝদারেরা) হাসাহাসি করছে। এরা জানে না? মরতে যে হবে, জানে না?

— জানে না, মানে? সবাই জানে। প্রেম করছে, এমনভাবে, মনে হয় যেন চিরদিন থাকবে। এখানকার সাজানোতে কি serious.

প্রকৃতি বলছেন, serious হও আসল জায়গায়। তুমি যখন জান, এখানে থাকবে না, তখন শুধু maintenance-এর জন্য, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকো। তার চেয়ে বেশী চিন্তা করতে যেয়ো না। এখানে maximum স্থায়িত্ব ৮০, খেলা শেষ। অনেকে 40-তে যায় গিয়ে, 30-তে যায় গিয়ে, কিছু করার নেই। **জন্ম মুহূর্ত্ত হতে আমরা ধীরে ধীরে চলেছি মৃত্যুরই দিকে। প্রথমে দাড়ি ছিল কালো কুচকুচে। তারপর চুল পাকলো, ভুরু পাকলো, দাড়ি পাকলো। Signal আসতে শুরু করলো। কিসের মধ্যে আছ, কোথায় আছ, চিন্তা করবে। এমন এক একটা ঘটনার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে যে ছ্যাঁচা খেতে খেতে শিখতে হবে।** হনুমান দুটি গাছের ডালের মধ্যে আটকে গেছে। আর ছাড়াতে পারছে না। তোমরা যাওয়ার সময় দেখলে slag. যখন টানবে, এমন আটকা আটকে পড়বে যে, আর উপায় নাই।

প্রকৃতি বলছেন, serious হও আসল জায়গায়। তুমি যখন জান, এখানে থাকবে না, তখন শুধু maintenance-এর জন্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকো। তার চেয়ে বেশী চিন্তা করতে যেয়ো না।

First-এ হবে Routin Talk. যেভাবে যে কথা বলা হবে, সেইভাবে সেইমতে তোমরা চলবে কিনা, সেই অঙ্গীকার আগে করতে হবে। বাইরের দিক থেকে এবং ভিতরের দিক থেকে যাহা যাহা (আইন) জারী করা হবে, তোমাদের কাঁটায় কাঁটায় তাহা পালন করতে হবে। তোমাদের প্রচেষ্টায় ১৬ আনা সেইভাবে রক্ষা করতে পারবে কি না বল। অসুবিধা ভাবলে হবে না। নির্দেশগুলো পালন করবে কিনা বল।

তর্ক-বিতর্ক চলবে না। বিজ্ঞান এবং গণিত ছাড়া আমি কথা বলি না। বিজ্ঞানসম্মত কথায় (আদেশে) তর্ক-বিতর্ক চলবে না। নানা তর্ক-বিতর্ক টেনে টেনে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমরা বহু কথা বলছো। আমি যে নির্দেশ দেব, সেই নির্দেশ তোমরা পালন করবে কি না বল।

তর্ক-বিতর্ক চলবে না। বিজ্ঞান এবং গণিত ছাড়া আমি কথা বলি না। বিজ্ঞানসম্মত কথায় (আদেশে) তর্ক-বিতর্ক চলবে না। নানা তর্ক-বিতর্ক টেনে টেনে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমরা বহু কথা বলছো।

অন্তরে এবং বাইরে যাহা বলা হবে, সেইমতে সেইকাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করবে কি না বল।

তোমাদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি চিন্তা আগেই বলেছি, আমার যন্ত্রে তোলা হয়ে যাবে। যখন যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবো, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যদি না বলা হয়, অন্যায়ের খাতায় পড়ে যাবে। সহজভাবে নগ্নভাবে সব খুলে বলবে। তোমার মনের ছবি তুলে তুলে কতটা তুমি বলছো, কতটা অন্তরধৌতি হয়েছে, সহজ সরলভাবে কতটা পবিত্র হয়েছো, সেটা দেখতে হবে। যত অন্তরধৌতি হবে, তত সুর ও সাড়া খুঁজে পাবে। যদি এর অন্যথা দেখি, আস্তে আস্তে সুর কেটে দিয়ে, সুতা কেটে দিয়ে warning দিয়ে ফেলে দেব।

যখন কিছু জিজ্ঞাসা করবো, কেন জিজ্ঞাসা করছি, কোন্ কারণে জিজ্ঞাসা করছি, জানতে চাইবে না। এই ব্যাপারে কোন রাগ বিরাগ, দুঃখ, মান অভিমান হতে পারবে না। আগেই বলেছি, আমার ক্যামেরায় সব তোলা আছে। নিজের দোষ ঢেকে বলার চেষ্টা করবে না।

সেই কথা আমি ছবি মোতাবেক বলে যাব। দরকারবোধে কে কি করেছ বা করছো, আল্‌গা করে shade-এর মধ্যে তুলে দেখিয়ে দেব। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে এমন স্প্রিং টানবো যে জন্ম থেকে এই পর্যন্ত যা কিছু করেছ, সব দেখিয়ে দেব। যেদিন যার সঙ্গে যা কিছু করেছ, last এটা থাকবে। কার মাথায় বাড়ি দিয়েছ, কোন্ মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছ, সব দেখিয়ে দেব।

তোমরা অনেক কিছুর ফলাফল জানো না। কতদিন টিকবে জানো

না। না জেনে যাবে না। আমি চট্ করে decision দেই না। যখন যা কিছু করবে, পতন হতে পারে, সেইসব ক্ষেত্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেবে। যেটা না করবো, মনে রাখতে পারবে কি না বল। আমি স্নেহের বশে decision দিই। যখন নিষেধ করবো, তোমরা থুঃ দিয়ে মুছে ফেল। তাই করছো।

আমি ভাল যদি বুঝি দিয়ে দেব। 'গুছিয়ে দাও, গুছিয়ে দাও', বলে force করবে না। আমি স্রেফ ভিতরের জিনিস এনে দেব। এর limitation আছে। ভিতরে যতক্ষণ আছ, স্নেহ দেব। বাইরে গেলে পাবে না। আমার স্নেহ দিয়ে চিরযুগ যাতে পরম শান্তিতে থাকতে পারো, তার ব্যবস্থা করি। সেই ভিত তৈরী করতে হবে। এখানকার ভিত দিয়ে হবে না। বন্ধুত্বের ছেদ হয়ে যাবে। বিরক্তি, তিক্ততা যাতে না আসে, তারজন্য এই বাঁধুনি বাঁধতে হবে। তোমাগো মঙ্গল চিন্তার মঙ্গলঘট তো বসানোই হয়। এজন্য ডাব ফুটা করে ঘটের উপরে দেওয়া হয়। জলতো রাখতে পার না। তাই ঘটের উপরে ডাব দিয়ে দিয়েছে। Man is mortal; (মানুষ মরণশীল), শুধু মুখে মুখে বললে হবে না। Man is mortal; আমার death sure (মৃত্যু নিশ্চিত), বড় সাংঘাতিক কথা। এখানে সুখের ঘর তৈরী করতে গেলে বড় সাংঘাতিক।

আমি স্রেফ ভিতরের জিনিস এনে দেব। এর limitation আছে। ভিতরে যতক্ষণ আছ, স্নেহ দেব। বাইরে গেলে পাবে না। আমার স্নেহ দিয়ে চিরযুগ যাতে পরম শান্তিতে থাকতে পারো, তার ব্যবস্থা করি। সেই ভিত তৈরী করতে হবে।

ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার চিৎকার করে বলেছে, "আমি শঙ্করাচার্যের শিষ্য। আপনি দুনিয়াকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, শঙ্করাচার্য থাকলে লিখতো।"

শঙ্করাচার্য এখানে অধ্যয়ন করেছে। এখানকার টোলে পড়েছে। আমি ইউনির্ভাসের টোলে পড়েছি। আমি এখানকার শাস্ত্র সৃষ্টি করতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, অর্জুন ভুল করো না। যদিও আমি তোমার বন্ধু, ভাই, যতই আমি তোমার কাছে থাকি; তোমাতে আমাতে ব্যবধান লক্ষ মাইলেরও বেশী।

তোমরাও ভুল করো না। ইউনিভার্সের চেকটা কিন্তু আমার হাতে। চেকটা সই করে গভর্ণর বা চেয়ারম্যান। ইউনিভার্স থেকে মূল্য যদি পাই,

চেক কাটতে আপত্তি কি? যত সাধারণভাবেই থাকি, আমাকে সাধারণভাবে নিয়ো না। এই কথাটাকে ভুলিয়ে আবার আরেক এ্যাঙ্গেলে মিশি। এখানে সাধনা করে অনেকে মহাপুরুষ হয়েছেন। আর আমি প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হতে তত্ত্ব নিয়ে এসেছি। আমার কাছে আছে। আমি দিয়ে যাব। ইউনিভার্সাল শাস্ত্র নিয়ে, তত্ত্ব নিয়ে আমি এসেছি। আমি নিজেকে জানাতে চাই না, বুঝাতে চাই না। আমি সেই তত্ত্বগুলো বলে যাই। আমার practical অভিজ্ঞতা থেকে বলে যাই। আগের থেকে না হলে ৫ বছর বয়সে কেউ দীক্ষা দিতে পারে? মনাই ফকির, ১৭০ বছর বয়সে আসতো আমার কাছে। তোমরা আমার উপরে রাগারাগি করো, মেজাজ করো। আমি তো চটি না। এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকে দীক্ষা দিচ্ছি। এতো নূতন কথা নয়, গল্প নয়। হাজার লক্ষ প্রমাণ আছে। আলাউদ্দিন, আফ্‌তাবুদ্দিন থেকে শুরু করে বড় বড় বাজনাওয়ালা এসেছে আমার কাছে। আমি তখন নিতান্তই বাচ্চা। তারপর যখন বড় হলাম। বয়সের কোঠায় পা দিলাম, আমার সাথে প্রেম করতে আসলো। কত প্রেম, কত প্রেমের চিঠি আসলো। আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

বড় বড় মুসলমান, বিরাট বিরাট বাদশা ফ্যামিলি থেকে এসেছে আমার কাছে। আমাকে আটকায় কি করে? জীবনে শেষ বেলা দেখেছি, এই লাইনটাই বেশী আসে। মিথ্যা কথা বলতে যাব কেন? আমার কোন ঠ্যাকা? সত্যকথা বললে যদি ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়, যাবে। আমি লুকোচুরি করে ভগবান হতে চাই না। আমার কাছে আমার কোন গোপনতা নাই। কম আসছে? বহুৎ প্রেম আসছে। ১৮ হাজার দুই/তিনশো বাচ্চা দিলাম মানুষের পেটে। তোরা বাচ্চা দিস রাত্রে। আমি বাচ্চা দিই পেটে হাত বুলিয়ে। অনেকে বাচ্চা নিয়ে আসে আমার কাছে, 'বাবা, এই যে তোমার বাচ্চা'।

তারপর যখন বড় হলাম। বয়সের কোঠায় পা দিলাম, আমার সাথে প্রেম করতে আসলো। কত প্রেম, কত প্রেমের চিঠি আসলো। আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

আমি পেটে হাত বুলিয়ে বাচ্চা দিতে পারি। আর বাচ্চার ঠেকা কি?

মাষ্টার মশায়ের (কৃষ্ণধন সাহা) মা আমাকে ধরেছে, 'বাচ্চা গোঁসাই আমার কৃষ্ণধনরে একটা বাচ্চা দিবা না?'

আমি তখন হাইস্কুলে পড়ি। আমি বলি, দূর বুড়ি, 'তোমার পোলা (কৃষ্ণধন সাহা) আমাগো মারে।'

পরে মাষ্টার মশায়ের মায়ের বারংবার অনুরোধে সাড়া না দিয়ে পারি না। তাঁর স্ত্রীকে বলি, 'মাগো, তোর পেটে বাচ্চা আইবো (আসবে)।' আমি পেটে হাত বুলিয়ে দিই। তার পরের পরের মাসে বাচ্চা এসে গেছে। বিয়ের ১৪ বছর পরে মাষ্টার মশায়ের প্রথম কন্যা সন্তান জন্মে। তার নাম রাখা হয় অঞ্জলি।

দিল দিয়ে কাজ করি আমি। বাচ্চা এসে যায়। এরকম কত ঘটনা। আর তোমরা প্রেম করো, কত কথা বলো। স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালের কত কথা, চোখে রচনা, মুখে রচনা, শেষবেলা গর্ত্ত।

যা বলবো, যেভাবে বলবো, কাঁটায় কাঁটায় চলবে। অযথা রাগ মেজাজ করবে না। সুস্থমস্তিষ্কে শান্তভাবে নিষ্ঠাসহকারে নির্দেশ পালন করবে কাঁটায় কাঁটায়। এই জীবনেই বুঝতে পারবে ঐ ভাণ্ডারের বার্তা। বলতে পারবে না কবে হবে, কিভাবে হবে। আমি তোমাদের ঠকাবো না। দিতে পারবো না যেখানে ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু তত্ত্বের ভাণ্ডার আমার অফুরন্ত। Nature (নেচার) থেকে দিয়েছে। **বাচ্চা বয়স থেকে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে এসেছি। সমস্ত দুনিয়া যদি ফিরে যায়, আমার দিক থেকে মুখ ফিরায়, রাগ করবো না। সব ফিরে পাব, চাবি আমার হাতে। মনের চেক, দুনিয়ার চেক, গুছিয়ে দেওয়ার চেক, নেবার চেক সব আমার হাতে।**

অযথা রাগ মেজাজ করবে না। সুস্থমস্তিষ্কে শান্তভাবে নিষ্ঠাসহকারে নির্দেশ পালন করবে কাঁটায় কাঁটায়। এই জীবনেই বুঝতে পারবে ঐ ভাণ্ডারের বার্তা।

দুদিনের এই আলোচনা, সমালোচনার উর্দ্ধে রাখবে ঠাকুরকে। আবার আমাকে নিয়ে সুন্দরভাবে আনন্দ করবে, হাসিমুখে থাকবে। অযথা দ্বন্দ্ব, অশান্তি, সন্দেহ করবে না বাড়ি ঘরে। মেজাজটাকে প্রয়োজনে কাজে লাগাবে। সব সময় যদি মেজাজে মেজাজে থাকো, তাহলে কি করে হবে? যা বললাম, মনে রাখবে।

আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমার বলে আমি কিছু রাখিনি, আমার যা কিছু তোমাদের অন্তরে বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি

শুভ ৬৪-তম
জন্মতিথি
টালা ঝিল পার্ক
৪ঠা নভেম্বর, ১৯৮৩

আস্তে আস্তে। কথা বলবে না। একটি কথা কেউ বলবে না। কথা না বললে ফল পাবে। যে কথা বলবে না, হৈ চৈ করবে না, চিৎকার করবে না, তার একটি মনোবাসনা পূর্ণ করবো, বলে দিলাম। আস্তে আস্তে।

আজ আমার জন্মতিথি। আজ কর্মীদিবস। আমার জন্মতিথি কর্মীদিবসরূপে পালন করতে বলেছি। কর্মী কারা? যারা কাজকর্ম করে, তারাই কর্মী। এই পৃথিবীতে, পরিদৃশ্যমান জগতে প্রত্যেকেই আপন আপন ধারায় যে যার কাজ করে চলেছে। এই বাস্তবে কর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সমান অধিকার। কিন্তু কর্মীদের মধ্যে যেন কোন বৈষম্য না থাকে। এই বৈষম্য থাকার ফলে আজকের এই দুর্দশা।

একটি বছর ঘুরে এল। সারা বছরে ৩৬৫ দিন চলে গেল। আজ ৬৪ বছরে পড়লাম। তোমরা মনে করো, ১ বছর বাদে সবার সাথে সবাই মিলিত হবে। আমি তোমাদের সবার মঙ্গলকামনা করছি।

চারিদিকে নানা অবস্থা আমাদের ঘিরে ধরেছে। অভাব অভিযোগের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ধর্ম কি? বর্ত্তমান সমাজে তথাকথিত সংস্কারগত ধর্ম আমাদের গ্রাস করেছে। যেই ধর্মে সমাজকে বাঁচাতে পারবে না, সেটা আমাদের ধর্ম নয়। যেই ধর্ম মানুষকে বাঁচাবে, রক্ষা করবে, সেটাই ধর্ম। বল, আজ কী দুরবস্থায় আমরা দিন কাটাচ্ছি। হাজার হাজার লোক প্রতিদিন আমার সাথে দেখা, সাক্ষাৎ করে। একজনেরও মুখে

হাসি নেই। দুঃখ ছাড়া কথা নেই। সেই শিশু বয়স থেকে শুনে আসছি শুধু দুঃখ, ব্যথার কথা। একেক জন সাধু, সন্ন্যাসীরে দেখি, একেক জায়গায় যায় দু'একদিন থাকে। আবার অন্য জায়গায় যায়। তাদের মনে হয়, অশান্তি পোহাতে হয় না। আমার অশান্তি চলতেই থাকে। আমি তো আর ফাঁকি ঝুঁকি দেই না।

কেমন আছোস্? কেমন আছোস্? করতে করতে কাইটা (কেটে) যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অশান্তি, ঝঞ্ঝাট যত আছে, সব বলে আমার কাছে। এর আর প্রতিকার নাই।

আমি কথা বেশী বলতে চাই না তোমাদের কাছে। আমি কর্মের মাধ্যমে কথা বলতে চাই। কাজ করবো, কথা বলবো। এইভাবে দিনকাটানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। বহুবছর চলে গেল। স্থানকাল বিশেষে জপ, তপ, ধর্ম কর্ম অনেককেই করতে দেখলাম। আমি এখন তোমাদের কাছে বলছি, এত যে করা হ'ল, ফলটা তাতে কি হলো? এত লোককে দিয়ে কাজ করাচ্ছে, তারা প্রাণ দিচ্ছে, তাদের দিয়ে যা খুশী তাই করাচ্ছে। এই যে লোকগুলোকে খাটাচ্ছি, পরিশ্রম করাচ্ছি, আমার কথায় অনেকে মৃত্যুকে বরণ করতে পারে, তাদেরে আমি কি দিলাম বল? সুতরাং এই বুঝ তো আমার আছে যে, এরা সব আমার উপরে নির্ভরশীল। আমি তো তাদের কাউকে ঠকাতে পারবো না। ধর্মের নামে তাদের কাছ থেকে টাকা নেব, পয়সা রোজগার করবো, তা হতে পারে না। আমার তাদেরকে কি দেওয়ার আছে? আমি দেব কি? দেওয়ার নিশ্চয়ই আছে।

আমার ধর্ম, আমার সুর। শিশু বয়স থেকে যে সুর নিয়ে এসেছি, এই সুর দিয়ে সমাজে যতগুলি অসুর আছে, সবগুলিরে দমন করতে হবে। আজ যেদিকে তাকাই, চারিদিকে চলছে চরম দুরবস্থা। এই অবস্থা চলতে দেওয়া হবে না। আমরা চাই তার প্রতিকার। প্রতিকার যদি আমরা চাই, প্রতিবিধান যদি চাই, তবে কি আমরা কোনদিনই তা করতে পারবো না? শুধু আলাপের মাধ্যমে বিলাপে ছেড়ে দিলাম। ব্যাস, হয়ে গেল? তা চলতে দেওয়া হবে না। যে আঘাত করবে, তার শেষ দেখে ছেড়ে দেওয়া হবে।

যা দেখছি, তোমরা কোনদিনই বিপ্লব করতে পারবে না। কোনদিনই হাতে লাঠি নিতে পারবে কি না সন্দেহ। কোনদিনই এই শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে

রুখে দাঁড়াতে পারবে কিনা, এগিয়ে আসতে পারবে কিনা, চিন্তার বিষয়। **যারা দীক্ষা নিয়েছ, এক রক্তের হয়ে গেছ, বাবা তোমাদের ছাড়বে না। এখন ধরবে লাঠি। কানে যখন একবার নিয়েছ, বাবা তোমাদের ছাড়বে না। এদিক ওদিক করবে, আর ঠাস্ ঠাস্ লাঠির বাড়ি খাবে। কারণ ঘোড়ার লাগামটা কার হাতে থাকে, জানতো? ঐ লাগামের ব্যতিক্রম করলেই, এদিক ওদিক করলেই পিঠের মধ্যে বাড়ি পড়ে। আজকে তোমরা বাবার সন্তান হয়েছ। বাপ গত হলে তোমাদের অশৌচ হবে। তোমাদের সাথে এই গূঢ় গভীর সম্পর্ক হয়েছে।** আমি তোমাদের ঠাকুর বনার জন্য, দেবতা বনার জন্য ঝুলিয়ে রাখবো, তাও তো নয়। আমি তোমাদের কাছে ঠাকুর, ভগবান, অবতার সাজতে চাই না। বাপ বাপই থাকবে। সুতরাং বাপ তোমাদের ঝুলিয়ে রাখবে না। বাপ ঠিক থাকার জন্য কিছু করবে না। তাই যা বলবো, যেইভাবে বলবো, সেইভাবেই তোমাদের কাজ করতে হবে। সব কাজের জন্য বসে বসে যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তবে কৈফিয়ৎ দিতে দিতেই দিন কাবার (শেষ) হয়ে যাবে, একেবারে বাচ্চা বয়স থেকে বুড়ো হয়ে যেতে হবে। যখন যে নির্দেশ দেব; তোমাদের উপরে যখন যা আইনজারী করা হবে, সেই নির্দেশমতন তোমাদের চলতে হবে। তার কারণ আমার বহু সন্তান। তাদের বহুরকম মন। এই সবগুলি ঝঞ্ঝাট তো আমার কাঁধেই এসে পড়ে। এই সব ঝঞ্ঝাট আমাকেই পোহাতে হচ্ছে। তোমাদের একেকজনের একেকরকম মর্জি। আর অশান্তির বাক্স খুইলা দিলে কত যে অশান্তি তোমরা বের কর, তার ঠিক নাই। আমি এই অশান্তির তালি দিতে দিতে এত বছর কাটিয়েছি। কোন সুরাহা হয় নাই। তাই অশান্তি পেতেই আছি। আমি আর তালি তুলি দিতে রাজী নই। এখন আমি চাচ্ছি প্রতিকার। আমাদের বাংলা ভারতবর্ষে যে ধর্ম চারিদিকে চলছে, সেই ধর্ম দিয়ে সমাজকে রক্ষা করা যাবে না। আর ঐসব ধর্ম তোমাদের দিয়ে করাবোও না। যেই ধর্মের কোন হদিশ নাই, কোন খোঁজ খবর নাই, কোথায় আছে জান না, সেই ধর্ম তোমাদের করতে হবে না। সেই ধর্মের কথা আমি তোমাদের বলবো না।

আমি সেই ধর্মের কথা তোমাদের জানাবো, যেই ধর্মের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে, সত্য খুঁজে পাবে, উদ্দেশ্য খুঁজে পাবে, সাধনার পথ খুঁজে পাবে, কেন কিসের জন্য করতে হবে, তার সমাধান খুঁজে পাবে। সেই পথ তোমাদের আমি

দেব। সেই পথের সন্ধানের কথা তোমাদের আমি বলবো। আমি তোমাদের কখনই বলবো না, এই যজ্ঞ করলে এই সমস্যার সমাধান হবে। তন্ত্রমতে এই করলে শীঘ্রই ফল পাবে। আর মঠমন্দির তৈরী করলে, মঠ মন্দিরের কথা বললে তো কথাই নেই। এই সমস্ত যদি সত্যি বলেও মনে করা হয়, তবু আমি বলবো, এসব অবান্তর কথা। কেন অবান্তর কথা, সেটা আমি তোমাদের কাছে বলবো না। তোমাদের কাছে আমি সেই সত্যবস্তু পরিবেশন করবো, যেখানে কোন গল্প, কল্পনার স্থান নেই। কোন স্বর্গের কথা আমি বলবো না। মৃত্যুর পরে কোথায় যেতে হবে, সেই কথা তোমাদের আমি বলবো না। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশেরা 'No entry' বসায় না? সেখানে আমি 'No entry' বসিয়ে দেব।

আমার দরকার নাই স্বর্গের দরজা। আগে এই দরজাটা পরিষ্কার কর। তোমাদের খাওয়া পড়া নাই। অন্ন বস্ত্রের সংস্থান নাই। তোমরা শয়তান হয়ে যাচ্ছ। চোর, ডাকাত বনে (হয়ে) যাচ্ছি আমরা। একি অন্যায় কথা। এরজন্য দায়ী কাকে করবো? আমি কাউকে এখন বলবো না। সরকারকেও দোষ দেবনা, জনসাধারণকেও দেব না। এরজন্য দায়ী করবো আমাদের নিজেদের। কারণ আমরা চারিদিকে এত অপরাধ দেখেও চুপ করে বসে আছি, অপরাধীকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। তাই প্রকারান্তরে আমরাও গিয়ে অপরাধীর সমতুল্য পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছি। এই অপরাধগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে আমরা পাহাড় সমতুল্য করে ফেলেছি। এই অপরাধগুলো দেশলাই কাঠি দিয়ে পুড়িয়ে ছাই না করা অবধি আমরা আমাদের অভিযান, আমাদের যাত্রা বন্ধ করবো না। প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে এই লক্ষ লক্ষ লোককে শোষণ করছে কতগুলি শোষক অসুর। প্রতিদিন এই দুর্মূল্য বাড়াচ্ছে কারা? বাংলা ভারতবর্ষের সাধু সন্ন্যাসী যারা, তারা কি করছেন? কেহই আমাদের জন্য কিছু করছেন না। তারা স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করছেন। আমাদের সেই রাস্তা পরিষ্কার করার প্রয়োজন নাই। ঐ রাস্তা দিয়া যাবারও প্রয়োজন নাই। আমরা মঠ মন্দির তৈরী করতে চাই না। এখন বল, এই সময়ে তোমরা প্রতিকার চাও? বল, তোমরা প্রতিকার চাও কি না?

— হ্যাঁ চাই (সকলে সমস্বরে),

আচ্ছা, প্রতিকার যদি চাইতে হয়, এটা কি? মাথায় হাত বুলিয়ে প্রতিকার চাও?

— না। আমরা লড়াই করে প্রতিকার চাই।

— এটা কি?

— লাঠি।

— খাওয়া পরার দাবী হিসাবে, তোমাদের সমান দাবী, এটা তোমরা মনে রেখো। এই ভারতবর্ষের মাটিতে তোমাদের সবারই সমান অধিকার। অধিকার আসে কিসে? তোমাদের উইল (Will) আছে না? উইলে আছে, সবার সমান অধিকার। সমবণ্টন বলে একটি কথা আছে। যার যতটুকুনু প্রয়োজন, তার থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না। বুঝতে পেরেছ, কি বললাম? যার যতটুকুনু প্রয়োজন,তার থেকে কেউ বঞ্চিত হতে পারবে না। যার ভাগ যতটুকু, ততটুকু সে পাবে। কিন্তু তোমরা পুরোপুরি বঞ্চিত। তোমরা ভাগে বঞ্চিত, অধিকার থেকে বঞ্চিত। আগাছা যেরকম, সেরকমভাবে আগাছার মত তোমরা রাস্তায় পড়ে আছ। ফেলাইয়া দিলে তোমাদের কোন নাম ঠিকানা নাই, বক্তব্য নাই। এই হইল সমাজ। রক্ত টেনে টেনে তোমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। এইবার তোমাদের থেকে রক্ত টানা বন্ধ করতে হবে। আগেই জেনে রাখ কথাগুলি যা বলে যাচ্ছি। আমার এই বলার উদ্দেশ্য উস্কানি নয়, উদ্দেশ্য সরকারের বিরুদ্ধে নয়, উদ্দেশ্য গদী দখল নয়, উদ্দেশ্য রাজনীতি নয়। অনেকে বলে, আমরা নাকি রাজনীতি করি। যেই নীতিই করি, তোমাদের সাথে আমার যা সম্পর্ক, এতগুলি সন্তান আমি করেছি, এমনি এমনি ছাড়বো না। এই বাংলা ভারতবর্ষে যতরকম অসুবিধাগুলো আছে, যেই কারণে অভাব, যারা অভাব সৃষ্টি করছে, তারা তোমাদের চার দিকেই ঘুরছে। তাদের টুঁটিগুলি ধরতে হবে। শুধু তাই নয়, তোমার সামনে তোমার মা বাবাকে যদি কেউ অত্যাচার করে, তুমি কি তাদের তুলসী, বেলপাতা দিয়ে পূজা করবে?

— না।

— তাইলে, লাঠি ধরবে? বল?

— হ্যাঁ, ধরবো।

— এটা কি অপরাধ? আমার মা বাপকে কেউ খুন করতে এলে তাকে ছাড়বো না। এটাই সত্য?

— হ্যাঁ।

— তাহলে? ভারতবর্ষের বুকে হাজার হাজার মা বোনের উপরে চরম

অত্যাচার চলছে। চল আমরা সবাই তার প্রতিকারে নামি। আমি প্রতিকারে নামতে চাই। সাধু গুরুর দরকার নাই। মঠ মন্দির আমাদের দরকার নাই। তারা আমাদের খাওয়াবে না। আস, আস আমার সন্তানেরা। তোমরা আমাকে দক্ষিণা দিয়েছ? আমি দক্ষিণা চেয়েছি?

— না।

— দক্ষিণা দেবে না?

— দেব।

— কি দক্ষিণা? সেই দক্ষিণা হল, প্রতিকারে নেমে মরতে পারবে?

— পারবো।

— একত্র মরবো বাপ ব্যাটা। পারবে?

— হ্যাঁ, পারবো।

— এটাই দক্ষিণা। আর আমার কিচ্ছু বলার নাই। আমরা কিন্তু খুন চাই না। তোমরাও খুন চাও না। খুন করতে এলে বসে থাকবো?

— না।

— তাইলে মনে রেখো। বলবে, খুন আমাদের ধর্ম নয়। আত্মরক্ষার জন্য যখন যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেই ব্যবস্থাই নেওয়া হবে, বুঝলে?

— হ্যাঁ।

— আইচ্ছা, তাইলে আজ আমার তিন কোটির উপরে সন্তান। এই গুলিরে বইসা বইসা খাওয়াবো?

— না।

— এই তিন কোটির মধ্যে বাচ্চা বুড়োবুড়ি অক্ষম যারা হয়েছে, তারা থাক। ২৫ লক্ষ বাদ দিলাম। আর বাকী ২ কোটি ৭৫ লক্ষ, তারা কি করবে? আর কিছু নয়। আমাদের যারা তিলে তিলে খুনের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তিলে তিলে দগ্ধ করছে, যারা দানবের মুখে নিয়ে ঠেলে ফেলেছে, সেই সমস্ত খুনীদের সাথে পাল্লা দিয়ে তাদের টুঁটি ধরবো, জিহ্বা টেনে বার করবো।

এবার বল, মা কালী তোমাদের জিহ্বা বার করে কি দেখাচ্ছেন? বল?

— রক্ত।

— ঠিক। মা তাঁর অস্ত্র খড়্গ দিলেন আমাদের হাতে। ছাগ নয়, নিরীহ ছাগ বলি দিও না। বলি দাও ঐ সমস্ত অসুরদের। তাই **'রাম নারায়ণ রাম'**

গান তোমরা করে যাও, যতক্ষণ বাবার আদেশ তোমরা না পাবে। চুপ করে মাথা নত করে কোনরকম কথাবার্তা না বলে রাম নারায়ণ রাম করবে। আর বাবা তোমাদের নির্দেশ দেবেন কারও মাধ্যমে নয়, কারও মারফৎ নয়। বাবা নিজে এসে তোমাদের সামনে বলবেন, 'আমার বালবাচ্চারা ওঠ। তোরা আমার সাথে সাথে আয়।' এইভাবে ডেকে নিয়া মাঠে ছেড়ে দেব, 'যা মর গিয়া। মরতে যা।' এছাড়া আমার শান্তি নাই। আমি শান্তি পাই না। আমি শান্তি পাই না। আমার একার শান্তি আমি চাই না। আমি রাজদ্রোহী নই, আমি দেশদ্রোহীও নই। আমার পরম শান্তি সেদিন হবে, যেদিন ভারতের প্রতিটি মানুষের বুক ঠাণ্ডা হবে। সেইদিনই পাব পরম শান্তি। সেদিনই হবে আমার ধর্ম কর্ম সার্থক।

দেশের এই দুর্দিনে কেউ আসছে না। কেউ আসবে না। সব পকেটভারী করছে। কেউ আসবে না। বেশীরভাগই ঠাকুর বনছে (সাজছে), দেবতা সাজছে। আমি দেবতা সাজতে চাই না। আমি হরিজন হয়ে, নফর হ'য়ে, রাস্তার ধুলা হ'য়ে হিমালয় পর্বতের মত তোমাদের উঁচুতে রাখতে চাই। তাতে আমার সম্মান নষ্ট হবে না। গেরুয়া পরে, মস্তক মুণ্ডন করে সম্মান নিতে চাই না। যাক, গলা ধরে গেছে। কথা বলতে পারছি না। বড় দুঃখে ব্যথায় অন্তরে কষ্ট পাচ্ছি। বড় দুঃখে ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছি। তোমরা চারিদিকে সব আমার সন্তানদের জানাও, 'বাবা তোমাদের জন্য শেষ হয়ে যাচ্ছে চিৎকার করতে করতে।' আমি শেষ খেলা দেখিয়ে যেতে চাই। যদি আমাদের মরতে হয় বাপ-বেটা-বেটী একত্রই মরবো। আমরা একত্রই জড়িয়ে মরবো। তোমরা আর কিছু দেখতে চাইবে না। শয়তানের রাজত্বে যদি শয়তানের প্রভাব হয়, শয়তান জিতে যায়, এরচেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। শয়তানকে মাথাচাড়া দিতে দেব না, দেব না, কিছুতেই দেব না।

তোমরা নাম কর, গান কর। প্রস্তুতি আছে আমার হাতে। আমি দেখবো, এর শেষ কোথায়? এর জের কোথায়? তোমরা কর্মী। কাজ করে যাও। নাম গান, কীর্তন করবে। যেদিন আমি নিজে নাম গান কীর্তন বন্ধ করতে বলবো; বলবো আমার ফটো জলে ফেলে দাও, আমি নিজে বলবো। কারণ বাপই বলবে সন্তানকে কি করতে হবে না হবে। যেই বাপ তোমাদের থাকে, সেই বাপকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে আসে না? দেয় না, বল? যখনকার

যেই নির্দেশ আমি নিজে দেব। তোমাদের ভাবতে হবে না। কিছু লোক ঢুকে গেছে। বাপ-বেটা-বেটীর মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। তোমরা কারও কথায় ভুল করবে না, ভুল বুঝবে না। বাপ তোমাদের ছাড়বে না, বাপ তোমাদের সরবে না, বাপ তোমাদের জড়িয়ে ধরে থাকবে।

আর বেশী কিছু বলার দরকার নেই। আজ আমার জন্মতিথি। আমি ঘোর অন্ধকার অমাবস্যায় এসেছি। আলো জ্বালাতে এসেছি। অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যেতে এসেছি। তাই আজকের দিনটিকে 'কর্মী দিবস' হিসাবে পালন করতে বলেছি। কোন ধর্মের কথা, তত্ত্বের কথা আমি তোমাদের বলতে চাই না। আমি বলবো, যেদিন দেখবো, তোমাদের ঘরবাড়ীতে কোন অভাব নাই, খাওয়া পরার অভাব নাই। যেদিন আমাকে জানাবে, বাবা, অনেক খাওয়া, অনেক পরা, অনেক বিদ্যা (শিক্ষা), সেদিন ঘরে ঘরে জানাবো, আমার গভীর তত্ত্বের গভীর সুর। এখন ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জামা, ভাঙা বাড়ীতে খাওয়া নাই, পরা নাই, শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই; এখন শুকনো জায়গায় জলের কথা, না বলাই ভাল, না বলাই ভাল। এখন তোমাদের কিভাবে গড়ে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থার জন্য তোমাদের বাপ চিন্তা করছে। আর বলবো? ক্লান্ত লাগছে।

মনে রেখো, যদি কিছু করি, আমরাই করবো। শয়তানদের শায়েস্তা করতে হ'লে, বিষদাঁতগুলো ভাঙতে হ'লে আমরাই ভাঙবো। আমরা কারও বিপক্ষতা করতে যাব না। কেউ যদি খুঁচিয়ে ঘা করতে আসে, ছাড়বো না। যেই ঘা মারতে আসবে, পরিষ্কার তাকে ঘা মারবো। নির্যাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা অনেক সহ্য করেছি। আর করবো না।

আচ্ছা, তোমাদের বাবার অন্তরঢালা স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা তোমরা নিও। আমার বলে আমি কিছু রাখিনি। আমার যা কিছু, তোমাদের অন্তরে বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা ভালভাবে থাকবে, নির্দেশমত চলবে। দেখ, সামনের বছর তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি কি না।

— তুমি সুস্থ থাকো বাবা।

— আমার শীররটা ভালো যাচ্ছে না, বাবা। খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ছি। আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমার দেবত্ত্ব, আমার মহত্ত্ব আমার তত্ত্বেই উদ্ভাসিত হবে

সুখচর ধাম
২৫শে মে, ১৯৭৪

আমি বেদের প্রচার করতে এসেছি। শিশু বয়স থেকে বেদের প্রচার করে আসছি শত বাধা-বিঘ্ন আঘাত প্রতিঘাত, ঝড়-ঝাপ্টার ভিতর দিয়ে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বেদের সাড়ায় জেগে উঠছে। দেশবাসী আজ চায় বেদের সাড়া। কারণ আঁতুরঘরের প্রথম দিনের প্রথম বাচ্চাটাও মধু দিলে চুষতে শুরু করে। বেদ হচ্ছে এমন মধু, যেই মধু কর্ণে গেলে তার অন্তর থেকে সেই সাড়া জেগে ওঠে। বেদ সেই বার্তা বহন করে আনছে। সেই বার্তা হচ্ছে মহাকাশের বার্তা। বেদ হচ্ছে মহাকাশ, বেদ হচ্ছে বিবেক; বেদ হচ্ছে জ্ঞান। সুতরাং এখানকার তথাকথিত সংস্কারগত যে ধর্ম, এখানকার ধর্মের যে চেহারা চলছে, সেই ধর্মের ভিত্তিতে বেদ নয়। বেদভিত্তিক যে ধর্ম, সেই ধর্মে সংস্কার নেই। সেই ধর্মে সবাইকে আশা দিয়েছে যে, আশার বাণীতে তোমরা আশা পাবে। আশার বস্তু তোমরা পাবে। সুতরাং বেদ কাউকে নিরাশ করেননি। বেদ সবাইকে আশা দিয়েছেন। সেই বেদ বর্ণনা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন শিব। তিনি বেদ লেখেননি। শিব বেদময়। বেদের সাধনা করেছেন। তিনি নিজে বেদ প্রচার করেছেন বেদময় হয়ে। বিষ্ণুও ঠিক তাই। বেদগত প্রাণ হয়ে বেদের সুরে সুর দিয়েছেন। তিনি মহা সুরজ্ঞ ছিলেন। তাই নিজে বেদ প্রচার করেছেন। এই মহাকাশের মহাধ্বনি এই মহাযন্ত্রে বাজিয়ে বাজিয়ে সমাজকে জাগিয়ে তুলেছেন।

আজকের যে ভাষা, আজকের যে শব্দ, আজকের যে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ দেখছো, সেই গ্রন্থের যে সূচনা, গ্রন্থের যে আরম্ভ, গ্রন্থের যে ধারা পাতা এটা বেদের ধারা থেকেই এসেছে। তাই বেদ যে আমাদের সমাজকে উন্নত করেছে, সমাজের চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছে, তারই কিছু বার্তা অল্পসময়ের মধ্যে যতটুকুনু পারি, বলে যাব, একটু মন দিয়ে শোন।

বেদের কথা মামুলী কোন কথা নয়। মামুলী বার্তা নয়। মামুলী স্বর্গের কথা নয়। মামুলী ব্রতের কথা নয়। এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের কথা, যুক্তির কথা, তত্ত্বের কথা। সাধারণ ধর্মের সভার কথা এটা নয়। যেই ধর্মসভায় ধর্মের অর্থ বিকৃত করা হয়েছে, মানুষকে নিরাশার পথে নিয়ে যাচ্ছে, হতাশ করে দিচ্ছে; পাপপুণ্যের দোহাই দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, শান্তি স্বস্ত্যয়নের নাম দিয়ে মানুষকে ঘায়েল করছে, এই ধর্ম তা নয়। এই ধর্ম হচ্ছে স্বচ্ছ, এই ধর্ম হচ্ছে পবিত্র; যাহা গ্রহণ করেছেন শিব। বুঝতে পেরেছ? দেবের দেব মহাদেব, তিনি বেদ প্রচার করেছেন। তিনিও নিজে বেদ লেখেননি। তার থেকে (বেদের থেকে) তত্ত্ব বার করেছেন। তার থেকে অমৃত সুর বার করেছেন। সমাজকে সেই অমৃত সুরের ধারা দান করার জন্য ঋষিদের ও তাঁদের সন্তানদের (তখন বলা হত সন্তানগণ) নিযুক্ত করে বলেছেন, 'তোমরা বেদ প্রচার কর।' তাঁর (শিবের) যে সন্তান দল, সেই হিসাবে দল হিসাবে দল নয়, সন্তানগণ— সেই সন্তানদের মাধ্যমে সেদিনকার যে বেদ প্রচার করেছেন, সেই বেদ আজ তুলে আনছি, বহন করে আনছি। আর কিছু নয়, শুধু সমাজসেবার উদ্দেশ্যেই আমার এই প্রচেষ্টা, আমার এই প্রয়াস।

আমরা কেন পৃথিবীতে আসলাম? আমাদের আসার সত্যিকারের কারণ কি? পৃথিবীতে এসে কোথায় যাব? সেই পাথেয় নিয়ে এগিয়ে চলার জন্য বেদ আমাদের সাহায্য করছে। কিন্তু বর্ত্তমানের তথাকথিত সংস্কারগত ধর্মে বেদের সত্যিকারের বার্তা আজও আমাদের কাছে এসে পৌঁছেনি। এসেছে তার অন্য অর্থ বিকৃত অর্থ; ধর্মের নামে ব্যবসা, গুরুগিরির নামে ব্যবসা আর শিষ্যের মাথায় হাত বোলানো। শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে ধর্মের নামে পয়সা রোজগার করা, আশ্রমের নামে পয়সা রোজগার করা আর ব্রহ্মচারী, গদানন্দ, সদানন্দ সাজা ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। ধর্মের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখানে যা হচ্ছে, অভিনয়ের নাট্যমঞ্চে খেলামাত্র। বেদে এইসব কথা নাই। বাবাজীর বালাই নাই, ব্রহ্মচারীর বালাই নাই, মহানন্দের বালাই নাই, গদানন্দের বালাই নাই। বাবার দেওয়া তোমার আমার নাম, এইটি হচ্ছে সত্যিকারের নাম। কথা প্রসঙ্গে একটি কথা বলছি, এখন অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে আমাকে সবাই 'বালক ব্রহ্মচারী'

বলে কেন? জানিয়ে রাখি, আমার শিশুবয়সেই, আমার ৫/৭ বছর বয়সেই আমার পাঠশালা ও স্কুলের শিক্ষকগণ, গুরুজনস্থানীয় আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশী অনেকেই আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেইসময় থেকেই তারা আমাকে বলতেন, 'বাচ্চা ঠাকুর', 'বাচ্চা গোঁসাই', 'বালক ঠাকুর', 'বালক ব্রহ্মচারী' ইত্যাদি। শিশু বয়সে সবার দেওয়া সেই বালক ব্রহ্মচারী নামটিই আজও রয়ে গেছে। নাহলে বালক ব্রহ্মচারী কোন আশ্রমের দেওয়া নাম নয় এবং আমি কোন আশ্রম বা মঠের মোহন্ত সেজেও বসিনি।

বেদের সুর বহন করবে তোমরা। বেদে আছে সবারই অধিকার। অধিকার থেকে বেদ কাউকে বঞ্চিত করেনি। তাই বেদের সুর, সমতার সুর। বেদের ভাগ সমান ভাগ। সমান ভাগ থেকে, সমান সুর থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারবে না। বঞ্চিত করলে অপরাধ হবে। বঞ্চিত করে কারা? যাদের আছে কায়েমী স্বার্থ। সেই স্বার্থান্বেষীরা অপরকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। তারাই আধিপত্য বিস্তার করার জন্য, নেতা সাজার জন্য সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। সমাজের যা কিছু সব দলাদলির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে কুক্ষিগত করে নিয়ে সমাজকে ছন্নছাড়া করছে। বেদে আছে মিলনের সুর, আর এখানকার ধর্মে বেশীরভাগই করছে দলাদলির সুর। বেদে দলাদলি নাই। বেদে কোন জাত নাই। একটাই জাত, জীবজাত, মানুষজাত। সুতরাং জাত নিয়া মারামারি, থাকা (আশ্রয়) নিয়া মারামারি, ধর্ম নিয়া মারামারি এই দেশেই হচ্ছে। অনেক দেশেই এটা আছে। তার কারণ ধর্মের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়নি। ধর্মের অর্থ খুঁজে পেলে এই নিয়ে কেউ মারামারি করতো না। মারামারি করে কারা? যারা শোষণ করতে চায়, সমাজে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। যারা ভুঁড়ি বাড়াতে চায়, যারা অক্টোপাসের বেড়াজালে সবাইকে বেড় দিয়ে রাখতে চায়, তারাই করছে ধর্মের নামে অধর্ম। বেদ উন্মুক্ত। বেড়াজালের মাঝে বেদ কাউকে রাখে না। রাখার প্রয়োজনও বোধ করে না। বেদ তার সেই মুক্তবাণী নিয়ে আছে। সেই বাণী প্রচার করে গেছেন কে? শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তিনি হরেকৃষ্ণ হরেরাম ১৬ নাম ৩২ অক্ষরের এই তারকব্রহ্ম নাম দ্বারে দ্বারে প্রচার করে গেছেন, ঘরে ঘরে কীর্তন করেছেন। **দুই হাত উর্দ্ধে তুলে আকাশপানে চেয়ে তিনি এই নাম করেছিলেন। কেন করেছিলেন? স্মরণ করিয়ে দেবার**

জন্য যে, ঐ মহাকাশের বাণী আমি পেয়েছি। যিনি হরণ করে নিয়ে যান, তিনিই হরি আর কৃষ্ণ হচ্ছেন আকাশ। তাই হরেকৃষ্ণ আর সেই মহাকাশের মহাধ্বনি, সেই ধারাতেই হচ্ছে রাধা। ধারা ধারা বললেই রাধা হয়ে যায়। সেই ধারাতেই হল রাধা। সেইখানেই হলেন কৃষ্ণ। আর সেইভাবেই হরণ করে নিয়ে যান যিনি সেই হরেকৃষ্ণ। এইভাবেই মহাকাশের বাণী প্রচার করে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে এক করার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক অপমান, নির্যাতন লাঞ্ছনা তিনি সহ্য করেছেন। শেষবেলায় তাঁকে মেরে জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। তার কারণ তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর মাহাত্ম্য, তাঁর তত্ত্ব, তাঁর পাণ্ডিত্য কেউ সহ্য করতে পারলো না। তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ রক্ত বহন করে আমি আজ তোমাদের কাছে এসেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মামা ছিলেন বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তী। বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তীর ভগ্নী ছিলেন শচীদেবী, মহাপ্রভুর মাতা। শচীদেবীর বাবার নাম ছিল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পুত্র হলেন বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তী। এই বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তীর ছেলের ছেলের ছেলে ইত্যাদি ক্রমে একাদশ উত্তর পুরুষ হলেন অম্বিকানাথ বিদ্যাভূষণ। তাঁরই কন্যা হলেন আমার মা। সেইদিক থেকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর রক্ত বহন করে সেই আদর্শ, সেই সুর, সেই বেদ আমি পাঁচবছর বয়স থেকে বহন করছি। আমি নিজের কথা নিজে বলছি। এটা আমার অহঙ্কার নয়, গৌরব। যাতে এই রক্তের মর্যাদা রক্ষা করতে পারি এবং সুন্দরভাবে স্বচ্ছভাবে এই নাম ও প্রেম বিলিয়ে সমাজকে জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করতে পারি, তারই চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজকের সমাজ ভিক্ষুক, কাঙাল তৈরী করছে। অনাহারে, অনাশ্রয়ে সর্বদিকে সর্বহারা হয়ে তারা দিন কাটাচ্ছে। মা বোনের মুখে অন্ন নাই, বাচ্চাদের মুখে দুধ নাই। সব কেড়ে নিচ্ছে কারা? যারা কেড়ে নেয়, বেদ তাদের বলছেন অসুর। সেই অসুরদমন বেদ প্রচারের মাধ্যমেই হয়েছে। মহাপ্রভু নামের মাধ্যমে, প্রেমের মাধ্যমে, কীর্তনের মাধ্যমে সবাইকে সংশোধনে এনেছিলেন। আজকের যে দেবদেবতা যাদের আমরা পূজা করছি, অসুরদমন করে, সমাজকে রক্ষা করেই তারা দেবদেবতা হয়েছেন। আজ সেই বেদের মাত্র কয়েকটি কথাই তোমাদের বলছি।

বেদের যুগে ধর্মের প্রথম কথাই হ'ল, সমাজে কোন অভাব থাকতে

পারবে না। সমাজে কেউ অনাহারে দিন কাটাতে পারবে না। সমাজে অভাবের মধ্যে কারও দিন চলতে পারবে না। এটা হ'ল ধর্মের প্রথম কথা। ধর্মের কথা বলতে গেলেই মনে কোর না, সেই স্বর্গের কথা, সেই লক্ষ্মী-গোবিন্দের কথা, সেই যমদুয়ারের কথা। এগুলো হল ভাবের কথা। কোন ভাবের কথা, উচ্ছ্বাসের কথা বেদে চলবে না। কোন কল্পনার কথা বেদে চলবে না। আগে বাস্তবকে রক্ষা কর। তোমরা না খেয়ে রয়েছ। কোনদিক থেকে কোন সুরাহা নাই, সুবন্দোবস্ত নাই। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে পার না, পারছো না। তোমাদেরই সামনে বড় বড় স্কুলে বড় বড় পরিবারের ছেলে মেয়েরা গাড়ী হাঁকিয়ে লাইনের পর লাইন দিয়ে চলেছে। আর তোমার বাচ্চা ধুলার মধ্যে গড়াচ্ছে।

গ্রামে যাই। কৃষকদের সঙ্গে মিশি। ভাল জামাকাপড় পরে গেছি। বলি, ''দ্যাখ, তোদের সামনে ভাল জামাকাপড় পরে এসেছি, লজ্জা লাগে। হাজার হাজার কৃষক, চাষীদের সাথে মিশেছি। ওরা না খেয়ে পরে আছে। অগাধ পরিশ্রম করছে। রোদে পুড়ছে, জলে ভিজছে। কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। ধর্মের দিক থেকে কতবড় কথা। এরা যে আসন নিয়ে আছে, যে সূর্যের তলে আছে, যে বাতাসের তলে আছে, ধনীরা তার তলেই রয়েছে। তাহলে এত বৈষম্য কেন? এই ব্যবধান বেদ সহ্য করবে না। তাই আমরা কঠিন এবং কঠোর হয়ে বিরাট পণ (প্রতিজ্ঞা) নিয়ে এর প্রতিকারে অগ্রসর হবো। রাজনৈতিক চিন্তাধারা বর্জন করে, সরকারের গদীর দিকে না তাকিয়ে, ইলেকশনের চিন্তা না করে বৈষম্যহীন এক সুন্দর সমাজব্যবস্থা গঠন করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। আমাদের ভাইদের, মা বোনেদের যাতে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়, বাচ্চাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তারজন্য প্রয়োজনবোধে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজে ধনী গরীবের যে বৈষম্য, এই বৈষম্য বাদ দিতে হবে। এই বৈষম্য থাকবে না। কুকুরে আর মানুষে আবর্জনা থেকে কুড়িয়ে খাবে, চক্ষের সামনে দেখবো, তার প্রতিবিধান করবো না, প্রতিকার করবো না, এতো চলতে পারে না। বেদ এখানে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, তোমরা থাকতে এই সমাজে কেউ না খেয়ে মরে যাবে, অনাহারে মরে যাবে, পরনের বস্ত্র থাকবে না, বাচ্চাদের মুখে দুধ থাকবে না, শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না, এগুলো দেখেও যদি প্রতিকার না করো,

প্রতিবিধান না করো, বেদের কাছে তোমরা অপরাধী হয়ে থাকবে, দায়ী হয়ে থাকবে। সেইসময় সন্তানরা, হাজার হাজার বছর আগে সেইসময় ঋষি-সন্তানরা এই সমস্যাগুলিকে দূর করার জন্য, সমাজ থেকে ঐ সমস্ত অসুরদের শোষকদের সরিয়ে দিলেন। সরিয়ে দিতে গিয়ে তারা বললেন, 'তোমরা সমাজ থেকে দূর হয়ে যাও।' সমাজকে অসুরের কবল থেকে, অভাবের কবল থেকে মুক্ত করে তারা সমাজকে শুদ্ধ এবং পবিত্রতার পথে নিয়ে গেলেন। সমাজ থেকে অভাব দূর হয়ে গেল। সবার ছেলেমেয়েরা একই শাসন, একই আসন, একই খরচায় মানুষ হ'তে আরম্ভ করলো। ধনী গরীবের কোন বৈষম্য রইল না। একই ব্যবস্থায় একই শিক্ষায় সবাই শিক্ষিত হতে লাগল।

আজকের সমাজে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতিক্ষেত্রেই বৈষম্য। এই বৈষম্যতেই এককাত হয়ে রয়েছে সমাজ। যার জন্য আজকের সমাজের এই দুরবস্থা। এই দুরবস্থা, এমনি কেউ টাকা পয়সা দিলে দূর হবে না। সবাই যদি একত্র হয়ে একসুরে বেজে ওঠে; জেগে ওঠে যে, আমার সংসার এই জগৎ, তবেই হবে সমস্যার সমাধান। সবাইকে মনে করতে হবে, আমার সংসার ৩নং বাড়ী নয়, ২নং বাড়ী নয়, সমস্ত জগৎটাই আমার সংসার। কিন্তু আজকে আমরা মনে করি, আমার ৫নং বাড়ী ওটা বাঁচলেই যথেষ্ট। পাশের ৬নং বাড়ী মরুক, আর থাক ক্ষতি নেই। ওদের কথা চিন্তা করার আমার সময় নাই। আজকের সমাজের চিন্তাধারা এরকম হয়ে গেছে। ওরা না খেয়ে মরে যাচ্ছে, আর আরেকদল ঝুড়ি বোঝাই করে মাছ, তরকারি নিয়ে আসছে। ওরা ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে আছে। পাশের বাড়ীর লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে বসে আছে। এই যে বৈষম্য, এই যে সুখ, আত্মসুখ, শুধু ৫নং বাড়ীর সুখের কথা যারা চিন্তা করবে, তারা ডুববে। এইভাবে আমরা ডুবছি এবং ডুবাচ্ছি। বেদের যুগে বেদের কথায় সমাজের সবাইকে নিয়ে এক একান্নভুক্ত পরিবার গঠনের কথা বলা হয়েছে। **তাই বেদ বলছেন, সমাজের অভাব দূর করতে গেলে তোমাদের কি করা উচিত? মারপিট করবে? না। খুন করবে? না। বিপ্লব করবে? না। ঝগড়া করবে? না। তবে কি করবে? পথ আছে। কারণ তোমার ঘটি বাটির জলে তুমি এই পৃথিবীতে কতটা সাহায্য করবে বল? কতটা তুমি জলদান করবে?**

উপর থেকে যখন জলদান করে, সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আমরা এমন একটি ধ্বনি আয়ত্ত করবো, এমন একটি শব্দ আয়ত্ত করবো, যেই শব্দের মাধ্যমে আমরা সবকিছু জানতে পারবো। সবকিছুকে আমরা সহজসুন্দর করতে পারবো। আমার বড় ভক্ত ছিল আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। আলাউদ্দিন এশিয়ার মধ্যে নয়, পৃথিবীর মধ্যে বড় বাদক ছিলেন। আলাউদ্দিনের ছেলে আলি আকবর। আলাউদ্দিন লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু দোতারা বাজাতেন। দোতারার পরে সরোদ ধরলেন। এই সা রে গা মা বাজাতে বাজাতে এমন সুরে পৌঁছে গেলেন যে, তিনি যে সুর ধরেন, সেই সুরই মধুময় করে ফেলেন। কারণ সুরের সাথে তাঁর সুর মিলে গেছে। তাই তিনি হয়েছেন সুরজ্ঞ। অনর্গল বাজাতে বাজাতে বেজে উঠলো মধুময় সুর। আমরা এমন একটি বাজনা বাজাবো, এমন একটি যন্ত্র বাজাবো যে, মানুষের মন, জীবের মন আপনিই যেন পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। মুক্ত বাতাস যখন আসে, তখন ফ্যানের বাতাস আর হাত পাখার বাতাসের কি প্রয়োজন? মুক্ত বাতাসে মানুষকে আপনিই মুগ্ধ করে দেয়। নদী বা সাগরের দৃশ্য মানুষকে মুগ্ধ করে দেয়। পাহাড়ের দৃশ্য মানুষকে মুগ্ধ করে দেয়। কিন্তু যেই শব্দধ্বনি, যে নাদধ্বনির কথা বলছি (যা মানুষকে মুগ্ধ করে দেয়), ঐ শব্দধ্বনি যদি আমরা অনবরত বাজাই, অবিরাম যদি এই নিয়ে চর্চা করি, তার গান, তার তান, তার তত্ত্ব, তার যে গতি, আপনিই সবাইকে এক সুরে বাঁধবে, মনের স্ফূরণ আপনিই হবে। মন উদারতা সম্পন্ন হবে, বিবেক সম্পন্ন হবে। মন সজাগ হয়ে যখন বিবেকের থেকে পরিস্ফুটিত হবে, সমাজের দুঃখ আপনিই দূর হয়ে যাবে। কারও দৃষ্টিভঙ্গিমা তখন ৫নং-এ থাকবে না, ৫ লক্ষেতে চলে যাবে। তাইতো গণেশের (গণদেবতার) পূজা আগে হয়। কারণ দশমাথা, এতবড় মাথা গণদেবতার যে, হাজার হাজার মাথা, তাকেই বলি, গণেশের দশ মাথা। দশ হাতে কাজ করলে ভাল হয়। তাই দশভুজা। সুতরাং আমাদের দশহাতে কাজ। বলার সময় বলে, দশ হাতে কাজ করলে কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তাই দশভুজা দশহাতে দশ রকম বস্তু নিয়ে মূর্তির মাধ্যমে তোমাদের কাছে বছরে একবার স্বয়ং প্রকাশিত হন। তাঁর ভালবাসা, তাঁর প্রেম, তাঁর সমতার সুর, তাঁর ধ্যান এমনভাবে পরিস্ফূটিত করে তোলেন যে, তিনি কি চান, সবাই তা বুঝতে পারে। তিনি

চান, সেইভাবে সুন্দরভাবে গড়ে উঠুক সমাজ। দশহাতে সবাই কাজ করুক। সমাজ জেগে উঠুক। সবাই নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য নিজেরা যেন ব্যবস্থা করে। তাই বেদ বলেছেন, কি যন্ত্র বাজাবে? কোন্ ধ্বনি উচ্চারণ করলে সমাজ সুন্দর হবে? কি সুর বাজাবে? ধ্যান করবে? হবে না। ঘর থেকে বাইর (বের) হইয়া সন্ন্যাসী? ও চলবে না। আশ্রমের মধ্যে বাবাজী সাজা? ওসব চলবে না। ঐ বাবাজী সাজা চলবে না। আশ্রম গড়া চলবে না। ঐ গেরুয়া পরা চলবে না। কি করতে হবে? যার যা পরিধেয় বস্ত্র তাই পর। তার ভিতরে বলেছেন, কি বাজাবে? তোমরা ঢাক, ঢোল বাদ্যযন্ত্র বাজাও, মৃদঙ্গ বাজাও। বাজিয়ে বাজিয়ে নাম করে যাচ্ছ। নাম করে তোমরা কি পাচ্ছ? তন্ময়তার মাধ্যমে একটা মিলনের সুর পাচ্ছ। তারপর? অনুভূতি কোথায়? অনুভূতি? অনুভূতি হচ্ছে তোমার সামনে। দেবদর্শন? তোমার সামনে। বড় বিভূতি? এটাই হল বড় বিভূতি। কতবড় বিভূতি, রোজ চক্ষের সামনে দেখছো। মৃত্যু দেখছো, জন্ম দেখছো। চন্দ্র, সূর্যের এতবড় আলো দেখতে পাচ্ছ। আকাশ দেখছো, গ্রহ দেখছো, জল, বাতাস, উদ্ভিদ দেখছো। একটা বীজ থেকে কিরকম করে ফুল ফল হয়, দেখতে পাচ্ছ। এতবড় বিভূতি প্রতিদিন দেখ বলে, মনে হয় বিভূতির দাম তোমরা দিতে পারছো না। দাম দিচ্ছ কোনটায়? এক সাধু সন্দেশ খাওয়ায়। এটার দাম দিচ্ছ। একটা লজেন্স খাওয়ায়। হুস্ করে একটা মালা দিল। ওরে বাবা, কতবড় কথা। ঐরকম বিভূতিকে বিভূতি বলা চলে না।

এই কিছুদিন আগে আমার ফটো থেকে মধু আর দুধ ঝরতে শুরু করেছে হঠাৎই। টেলিগ্রাম আসছে, ট্রাঙ্ককল আসছে, চিঠি আসছে, হাজার হাজার লোক কীর্তন করছে। যার ফটোতে মধু আর দুধ ঝরছে, সেই বেটাই জানলো না। ভারী চমৎকার। আমি তখন চিঠি দিলাম, 'বাবা, আমি এখানে এরকম ভগবান সাজতে রাজী না। আমার ফটোতে দুধ ঝরবে আর মধু ঝরবে, এরকম মাহাত্ম্য প্রকাশ করে আমাকে দেবতা যদি বানাও, তাতে দানবের চেয়েও অধম বলে আমি নিজেকে মনে করি। এটা কখনও হতে পারে না। এটা অসম্ভব। এটা আর কিছু নয়। ফাঁকি দিয়া চালাকির মাধ্যমে আমাকে মহাপুরুষ বানাতে যেও না। আমি এটা পছন্দ করি না। আমার দেবত্ত্ব, আমার মহত্ত্ব আমার তত্ত্বেই উদ্ভাসিত হবে, প্রকাশিত হবে। সেখানে

ঐ সমস্ত কৌশল এবং কাওলাতি করে আমাকে সাজাতে যেও না। যদি সাজাও, আমার সন্তানেরা যদি এইসব কার্য করে থাক, আমি তাদের সন্তান বলে গণ্য করবো না। যদিও তোমাদের এটা আঘাত লাগবে, বাবার বিভূতি প্রচার করছি, বাবার সুনাম করছি। আমি ঐ সুনাম গ্রহণ করতে ঘৃণাবোধ করি।

আমি কারও কাছে গুরু সাজতে আসি নাই, ভগবান বনতে আসি নাই। আমি সাধারণের সাথে সাধারণ হয়ে অসাধারণ সুর বাজিয়ে চলেছি। আমি চাষী, আমি ক্ষেতী, আমি বাগানের মালী। আমি ক্ষেতখামার করবো, চাষবাস করবো, ফুল ফুটাব। এটাই আমার কাজ। সেখানে ঐ ধরণের ভগবান আমাকে সাজাতে যাবে না। আমি পরিষ্কার করে লিখে জানিয়ে দিয়েছি। Cuty Company আমার ভক্ত। তারা এটা শুনে Cuty Company-র মাধ্যমে এটা ছেড়ে দেয়। আমার কথা পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে দেয়। আমি বলি, যা করেছ ভালই করেছ, প্রকাশ করেছ। আমার কাছে এটা খারাপ লাগেনি। কারণ প্রকাশ করে দেওয়াটাই ভাল। আমি যদি সেটাকে ঢেকে রাখতাম, অপরাধের সঙ্গে আমি নিজেও জড়িত হতাম। কেউ জানতে পারতো না। সেইরকম কাজ করতে আমি রাজী নই। আমি বাহক, আমি প্রচারক। বাচ্চা বয়স থেকে কাজ করছি। আমি গদীর ঠাকুর নই, আশ্রমের ঠাকুর নই। বাচ্চা বয়স থেকে এই পথে আছি। আমি বেদ প্রচার করছি। ৭ বছরে বেদ অনর্গলভাবে বলেছি। সুতরাং আলাদা করে আমার পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। আজকের দিনে ঐরকম সন্দেশ খাওয়াবে আর এইরকম করবে, এইরকম সাধু সন্ন্যাসী অনেক আছে। আমি এদেরকে বলেছি, ট্যাম ধরা সাধু। এই সাধুগুলি সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। তা মনে করো, আজ আমার প্রায় ৯৯ লক্ষ ৬ শতের মতো শিষ্য হয়েছে। এই শিষ্যদের মধ্যে যদি আমি শনি আর রাহুর খেলা শুরু করি, তাহলে প্রতিদিন ২৫ হাজার টাকা রোজগার করতে পারি এই গুরুগিরির ব্যবসা করে। একটারে শনি বলতে বলতেই আরেকটারে রাহু বলবো। সুতরাং রাহু বাড়ী থেকে বার করতে হলে অনেক লাগবে। ১ টাকা, ২ টাকায় হবে না। দশ, বিশ হাজার খসিয়ে দেব। তারপর যজ্ঞের ফোঁটা, ছাইয়ের ফোঁটা দিয়া বলবো, 'বাড়ীত যা, রাহু পাছ দুয়ার দিয়া বাইরাইয়া

গেছে।' এই ব্যবসাকে বেদ বলেছেন, 'এগুলো হল অসুরের ব্যবসা', শোষকেরা করে। এই ব্যবসা গুরুগিরির ব্যবসা সমাজের বুকে চলছে। আমি এটা পছন্দ করি না। আমি কোনদিন করি নাই। আমার লক্ষ লক্ষ শিষ্য। কোটির কাছে ধরেছে। আমি কোনদিন কারও কাছে বলি নাই যে, এই কাজে আমার এত টাকা লাগবে। আমি চ্যালেঞ্জ করেছি। আমি বলেছি সবাইকে, যেইদিন আমি এইগুলি করবো, আমাকে গুলি করে মেরে ফেলে দেবে। এইরকম গুরুগিরির ব্যবসা আমি ঘৃণা করি।

বহু পরিশ্রমে নিজেদের শ্রম ও শ্রমিক দিয়ে, নিজের ছেলেমেয়েদের দিয়ে নিজেরা সুখচরে গঙ্গার তীরে এক কুটীর নির্মাণ করেছি। কিন্তু একে আমি আশ্রম বলি না। সাধু গুরু মহানদের মঞ্চে বসে থাকলেও পরগাছার কাজ আমি করি না। গুরুর মঞ্চে থেকেই আমি সব উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছি। অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন, দুই তিন তলা থেকে বিপ্লবের কথা বলা সহজ। এর উত্তরে একটাই কথা বলা যায়, নিজ হাতে ইট ভেঙে নিজের ছেলেমেয়েদের দিয়ে টাকা ঋণ করে এই ধাম নির্মিত হয়েছে। পরে সেই ঋণ পরিশোধ করেছি। আমি নিজে পরিশ্রম করে পেট চালাই। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে কখনও কারও কাছ থেকে একটি পয়সাও গ্রহণ করিনি। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আমার। তাদের মানুষ করার দায়িত্বও আমার।

আমি নিজে চাষ করি, আয়ুবেদ চর্চ্চা করি। ভিক্ষার কথা আমার কাছে আমল পায় না। ভিক্ষুকের স্থান আমার ধর্মে নেই। আমার সন্তানরাও রাজমিস্ত্রী, যোগানদার, কাঠের মিস্ত্রীর কাজ করছে। সমাজে আশ্রমের নাম ভাঙিয়ে, দেশের কাজের মিথ্যা প্রচার করে টাকা নিচ্ছে— এরকম ব্যবস্থা আমার কাছে নেই। এককথায় ধর্মের নামে ব্যবসা চালালে চলবে না। যারা ধর্মের নামে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, তাদের বিরুদ্ধেই হবে আমার প্রতিবাদ। আরও অনেক কথা বলার ছিল। কিছুই বলা হল না। কয়েকটি কথা মাত্র জানালাম। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) ১৪২, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) ১নং তুলসীডাঙ্গা লেন, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬,
ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) ৩ চণ্ডিগড়, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) ১১/৫, পর্ণশ্রী পল্লী (পার্ক) বেহালা, কোল - ৩৪
ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) কোলকাতা বইমেলা।
৮) অনির্বাণ - মা সারদা কমপ্লেক্স, রাজপুর, সোনারপুর, ফোন-২৪৭৭-৬৫৬৬
৯) ৩০/৩৫ তারাপুকুর লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী, ফোন - ২৬২২-২৪৯৮
১০) ৫৩ জি. এন. মিত্র লেন, পারাপুকুর, বর্ধমান, ফোন - ২৫৬৭৩৮৩
১১) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১২) Lakshindhar Das, Dularpar, P.O.- Makhanpur
Dist.- Balasor, Orrisa
১৩) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৪) সুভাষ ঘোষ বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন ঃ- ০৩৬৬৭-২৫০৮১০
১৫) নান্টু সরকার — তুরা, মেঘালয়
১৬) বাপি — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন ঃ- ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৭) ইন্দ্রজিৎ এন্টারপ্রাইজ — নিয়ামতপুর, সীতারামপুর, ওয়েস্ট এন্ড,
জি.টি.রোড, আসানসোল, ফোন ঃ- ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৮) বিজন দে, বিদ্যাসাগর রোড, পশ্চিম মেদিনিপুর

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের প্রকাশন বিভাগ - অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

		প্রকাশকাল
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২)	অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩)	বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪)	সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫)	পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪

বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের প্রচার বিভাগ — বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্ এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩

-ঃ পথের পাথেয় ঃ-

বিশেষ দ্রষ্টব্য

- পরম পিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রুতিলিখনে এবং টেপ-রেকর্ড থেকে সংকলনে, তিনি যখন যেমন ভাষা ব্যবহার করেছেন, হুবহু সেটাই রেখে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও কখনও তিনি একই বাক্যে পূর্ববঙ্গের ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেছেন। ঠিক সেইভাবেই তাঁর বাণী জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোল।

- পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুনরুক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে শ্রীশ্রী ঠাকুর তত্ত্বের গভীরতা মনে গেঁথে দেবার জন্য পুনরুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। মা অসীম ধৈর্যসহকারে তাঁর সন্তানকে কোন কিছু শেখানোর জন্য বারবার করে সেই কথাটি সন্তানের কাছে বলতে থাকেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি তার মনে গেঁথে না যায়, মায়ের চেষ্টার অন্ত থাকে না। সন্তান শিখে নিলে মায়ের মুখে দেখা যায় পরিতৃপ্তির হাসি। পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আমাদের কাছে। প্রকৃতির গভীর তত্ত্বের খনি থেকে মণি আহরণ করে একটি একটি করে তুলে ধরছেন আমাদের সামনে। অনাদি অনন্ত প্রকৃতি মায়ের কাছে আমরা সবাই নিতান্তই অবোধ শিশু। প্রকৃতির এই তত্ত্বের ব্যাপকতা সুদূরপ্রসারী। আমাদের মনে তত্ত্বের সুর, তত্ত্বের গভীরতা, এই অনন্ত জ্ঞানরাশি একটু একটু করে গেঁথে দেবার জন্য পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর একই কথা বারবার করে বলেছেন। একই বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি করেছেন।